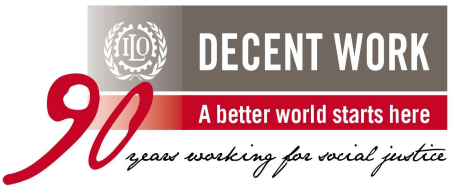

DECENT WORK
A better world starts here
90 years working for social justice

European Union

International Labour Organization

বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন নীতি

চূড়ান্ত খসড়া

বাংলা অনুবাদ

ডিসেম্বর ২০০৯

খসড়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট এর অন্যতম ফলাফল (আউটকাম)।

বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান কমিশন (ইসি), ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর অর্থায়নে টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট পাঁচ বছরে বাস্তবায়নাধীন ২০ মিলিয়ন ইউ এস ডলারের প্রকল্প। শিক্ষা মন্ত্রনালয় এই প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় (লাইন মিনিষ্ট্রি)।

প্রকল্পের ১নং কম্পনেন্ট এর অন্তর্ভূক্ত প্রধান প্রধান কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো একটি জাতীয় দক্ষতা নীতি প্রণয়ন করা, সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি সমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা এবং টিভিইটি পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহের কাজ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় উৎকর্ষ সাধনের প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা। এই তিনটি বিষয়ই বিভিন্ন মাত্রায় এই খসড়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই খসড়া নীতি ঢাকা শহর এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমানে আলোচনাক্রমে চুড়ান্ত করা হয়েছে।

খসড়া নীতি প্রনয়ন তত্ত্বাবধান করার জন্য, জুন ২০০৯ - এ একটি "ন্যাশনাল স্কিল পলিসি কন্সালটেটিভ কমিটি" (এনপিসি) গঠন করা হয়। বিস্তৃত স্থান থেকে নেয়া ব্যাপক সংখ্যক সরকারি সংস্থা যারা টিভিইটি ও দক্ষতা প্রশিক্ষণে যুক্ত, নিয়োগকারী, কর্মীসংগঠন, বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী এবং এনজিও প্রতিনিধি এনপিসিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই নীতির বিভিন্ন পর্যায়ের খসড়ার উপর পর্যালোচনা ও মন্তব্যের জন্য ৬ মাস সময়কালে ৫ বার এনপিসির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনপিসির সভাসমূহে অংশগ্রহণ করে যে সকল অংশগ্রহণকারী অবদান রাখেন তাদের সংকলিত নামের তালিকা খসড়া নীতি দলিলের শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এই নীতির প্রথম খসড়া, সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর শেষের দিকে আঞ্চলিক পর্যায়ের কন্সালটেটিভ সভার জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং বিতরণের জন্য এনপিসির অনুমোদন লাভ করে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে, ঢাকাসহ বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় শহরে কনসালটেটিভ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

বিস্তৃত স্থান থেকে নেয়া দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারী খসড়া নীতির উপর তাদের ফলাবর্তন (ফীডব্যাক) প্রদান করেন, যা এই চুড়ান্ত খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহনকারীবৃন্দের নাম ও তাদের সংস্থার সংকলিত তালিকা খসড়া নীতি দলিলের শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নভেম্বর ২০০৯ -এ অনুষ্ঠিত এনপিসির শেষ সভায় চুড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হয় যা ডিসেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যার্থে জমা দেয়া হয়।

এখানে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি উপস্থাপন করতে পারায় টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট গর্ব বোধ করে।

আশা করা যায় যে, ২০১০ এর প্রথমদিকে আন্ত:মন্ত্রনালয় সভার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে এই খসড়া নীতি উপস্থাপিত হবে।

সূচিপত্র:

মূল শব্দসমূহের টীকাপুঞ্জ এবং আদ্যাক্ষরা (গ্লোসারি অব কী টার্মস অ্যান্ড অ্যাক্রোনিম্‌স) ৩

১। উপক্রমনিকা ৪

২। দক্ষতা উন্নয়ন সংজ্ঞা নির্ধারণ ৫

৩। ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য..... ৮

৪। চাহিদা-চালিত, নমনীয় এবং দ্রুত সাড়া প্রাপ্তিযোগ্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ১০

৫। জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা..... ..... ১১

৬। কম্পিটেনসি বেইস্‌ড প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (সিবিটিঅ্যান্ডএ) ১৪

৭। কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের মান নিশ্চিতকরণ..... ১৬

৮। দক্ষতা উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের শক্তিশালী ভুমিকা..... ১৮

৯। পরিকল্পনা এবং পরিবক্ষণের জন্য সঠিক দক্ষতা ও শ্রম বাজার উপাত্ত..... ২০

১০। কম্পিটেন্ট ও প্রত্যায়িত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ২২

১১। কার্যকর ও নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা..... ২৫

১২। শক্তিশালী শিক্ষানবিশি..... ২৮

১৩। পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি..... ৩০

১৪। স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী দলের উন্নীত প্রবেশগম্যতা..... ৩২

১৫। বেসরকারি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা..... ৩৭

১৬। টিভিইটির উন্নীত সামাজিক মর্যাদা..... ৩৯

১৭। শিল্পকারখানায় প্রশিক্ষণ ও কর্মীবল উন্নয়ন..... ৩৯

১৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন..... ৪২

১৯। অর্থায়ন..... ৪৫

২০। বাস্তবায়ন..... ৪৭

২১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন..... ৫২

২২। সেক্টরের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি..... ৫৩

মূল শব্দসমূহের টীকাপুঞ্জ এবং আদ্যক্ষরা :

শিক্ষানবিশি	একটি পদ্ধতি যা দ্বারা একজন নিয়োগকারী চুক্তির মাধ্যমে এক বা একাধিক যুব পুরুষ বা মহিলাকে কাজে নিয়োজিত করার জন্য চুক্তি করে এবং তাদেরকে পদ্ধতিগতভাবে কোনো একটি ট্রেডে পূর্ব নিধারিত সময়কালের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত শিক্ষানবিশ নিয়োগকারীর সংস্থায় কাজ করতে বাধ্য থাকে।
ব্যানবেইস	বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিএমইটি	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
বিটিইবি	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
সিবিটি অ্যান্ড এ	কম্পিটেন্সি বেস্‌ড ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট (দক্ষতা নির্ভর প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন)
ডিসেন্ট ওয়ার্ক (শোভন কর্ম)	শোভন কর্ম বলতে বুঝায় স্বাধীন, সাম্যতা, নিরাপদ এবং মানবিক মর্যাদা সম্পন্ন পরিবেশে নারী পুরুষের কাজ করার সুযোগ
ডিটিই	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
ইসিএনএসডিসি	এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর দ্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল
কর্মসংস্থান প্রাপ্তির সামর্থ্য (এম্প্লয়েবিলিটি)	পরিছন্ন কাজের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং জবসমূহের মাঝে অগ্রগতি সাধন করা, এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও শ্রম বাজার এর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সুবহনীয় কমপিটেন্সি (পোর্টেবল কম্পিটেনসি) এবং যোগ্যতা (কোয়ালিফিকেশন) একজন ব্যক্তির প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা কাজে লাগানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার (গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ)
এইচআরডি	মানব সম্পদ উন্নয়ন
এইচএসসি (ভোক)	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)
ইন্ডাস্ট্রি	সকল শিল্প/ বানিজ্যিক সেক্টরের নিয়োগকারী এবং কর্মীবৃন্দ, যার মধ্যে কৃষি এবং সহযোগী ইন্ডাস্ট্রি এবং পেশাজীবি পর্ষদ এবং কর্মী সংগঠন
ইনস্ট্রাক্টর/ট্রেইনার	প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষণ প্রদানকারী
এমওইডব্লিউওই	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এমওই	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এমওএলই	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এনজিও	এনজিও (বেসরকারি সংস্থা)
এনএসডিসি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ
এনটিভিকিউএফ	জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো
পিপিপি	সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
পিআরএসপি	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র
পিডব্লিউডি	প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিবর্গ
আরপিএল	পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি
দক্ষতা উন্নয়ন	কর্মসংস্থান এবং অথবা আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য পূর্ণমাত্রায় আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক, এবং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
এসএমই	ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প
এসএসসি (ভোক)	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)
টিএসসি	টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
টিটিসি	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
টিভিইটি	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১. উপক্রমনিকা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা, জ্ঞান এবং সৃজনশীল পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি, এবং যে সকল দেশের শিক্ষা ও দক্ষতা উচ্চ স্তরের, সে সকল দেশ বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহ অধিকতর কার্যকরভাবে সমন্বয় করে।

একটি সমন্বিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেবে এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের সকল উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল দলের অধিকতর উন্নীত সমন্বয় ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি অন্যান্য জাতীয় অর্থনৈতিক, কর্মসংস্থান, এবং সামাজিক নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে যাতে করে বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়ন বিভিন্ন প্রকার অংশগ্রহণকারীদের উপর নির্ভর করে, যাদের মধ্যে যেমন বেসরকারি খাত, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সুশীল সমাজ; তেমনি ব্যাপক সংখ্যক সরকারি মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত, যারা দক্ষতা নির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন নীতি দেশের দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সমন্বয় কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করবে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। এই নীতি সরকারি অন্যান্য প্রধান নীতিসমূহ যেমন: শিক্ষানীতি ২০০৯, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬, যুব নীতি ২০০৩, জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি ২০০৮ এবং এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনা ২০০৮ এর সাথে সম্পৃক্ত এবং নীতি সমূহের আলোকে প্রণীত।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে আগামী বছরগুলির জন্য ভিশন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণগঠনসমূহ নির্ধারণ করে যা সরকার ইন্ডাস্ট্রি, কর্মী ও সুশীল সমাজের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে।

এই জাতীয় নীতি একটি সংশোধিত এবং বিশদভাবে বর্ণিত এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনা দ্বারা সমর্থিত হবে যা সকল সুবিধাভোগীদের (স্টেক হোল্ডারস) জন্য স্বচ্ছ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করবে এবং কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ৫ (পাঁচ) বছরের সময়ভিত্তিক পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করবে।

২. দক্ষতা উন্নয়ন সংজ্ঞা নির্ধারণ

২.১ দেশের মানব সম্পদকে অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত প্রস্তাবনা প্রণয়ন করার জন্য, সরকার নিয়ন্ত্রিত টিভিইটি পদ্ধতির বাইরেও চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, যার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন হয়, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২.২ সংজ্ঞা ঃ

কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য পূর্ণভাবে বিস্তৃত আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেই দক্ষতা উন্নয়ন বুঝায়। আন্তর্জাতিক প্রবণতার সংগে সঙ্গতি রেখে দক্ষতা উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করেঃ

ক) প্রাক-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক টিভিইটি এর অন্তর্ভুক্ত;

খ) কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মস্থলের প্রশিক্ষণ সহ; এবং

গ) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত নয় এমন কর্মসংস্থান উপযোগী এবং কর্ম সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী কোর্সসমূহ দেশী এবং আন্তর্জাতিক উভয় কর্মবাজারে অবদান রাখছে।

২.৩ পরিধি ঃ

দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়:

ক) প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচি, যাদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা অংশ নাই;

খ) এনজিও এবং সরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা যা কারিগরি জীবিকায়ন দক্ষতার বিকাশ ঘটায় না; যেমন: স্বাক্ষরতা, গণনা সম্পর্কিত, পুষ্টি কর্মসূচি ইত্যাদি; এবং

গ) পেশাজীবিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা, অর্থাৎ যে সকল কর্মসূচি স্নাতক বা উচ্চতর পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করার দিকে অগ্রসরণ করে।

২.৪ দক্ষতা উন্নয়ন, বিভিন্ন নীতির এলাকার (পলিসি ডোমেইন) পরস্পরছেদী বিন্দুতে অবস্থান করছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শ্রম, কর্মসংস্থান এবং শিল্পোন্নয়ন। এই নীতি, দক্ষতা উন্নয়ন ধারনার মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপাদানসমূহকে সম্পৃক্ত করে।

২.৫. শিল্প ও সমাজ উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অনেক মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। অনেক বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা, এনজিও এবং দাতা সংস্থাও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের মাধ্যমে বা কাজের বাইরে (অন-অ্যান্ড-অফ দ্য জব) দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং প্রবাসী কর্মীদের জন্য প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ।

২.৬ বর্তমান পরিস্থিতি :

বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে চারটি প্রধান অংশে (সেগমেন্ট) বিভক্ত করা যেতে পারে:

- সরকারি (অনেকগুলি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মাত্রায় পরিচালিত);
- বেসরকারি (বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে মাদরাসাসমূহ অন্তর্ভুক্ত);
- এনজিও (অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ); এবং
- শিল্প ভিত্তিক (শিল্প কারখানা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিক্ষানবিশিসহ কর্মস্থলে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ)।

২.৭. এই সকল প্রতিষ্ঠানের একেক গ্রুপ পৃথক পৃথক লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন লক্ষ্য দলের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে।

২.৮ দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, দক্ষতা উন্নয়ন তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত এবং বহুমুখী এবং বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মযজ্ঞকে বেস্টন করে। তথাপিও এর প্রভাব সীমিত, যেহেতু এর বিভিন্ন উপাদান অংশসমূহ ভিশন সমরুপ করা ছাড়াই প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা অনুযায়ী তাদের নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়। টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই অসম প্রচেষ্ঠাগুলিকে একটি একক আইনানুগ কাঠামোর আওতায় নিয়ে একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নির্দেশনা প্রদানের জন্য যৌক্তিক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২.৯ বর্তমান পদ্ধতিতে, মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা (অ্যাপ্রোচ) নাই, বর্তমান কোয়লিফিকেশন, শিল্পের পেশা বা দক্ষতামান এর ভিত্তিতে গঠিত নয়। কারিকুলাম উন্নয়ন গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত, দৃঢ় এবং কালক্ষেপনকারী এবং প্রয়োজন ভিত্তিক নয়। নতুন কোর্স প্রণয়ন, উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন কোর্সের সম্প্রসারণ এবং অপ্রচলিত কোর্সসমূহ বন্ধ করে দেয়া সর্বদা কর্মবাজারের প্রয়োজন প্রতিফলন করে না।

২.১০ বিদ্যমান টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় গুণগতমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং কর্মসূচি পরিচালনার পরিধির ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। গ্রাজুয়েটদের গুণগতমান অসংগতিপূর্ণ এবং এটি গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান ফলাফলের উপর প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বের হয়ে এসেছে।

২.১১ সরকারি খাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সমন্বয়ের ঘাটতি কর্মসূচি সমূহের পুনরাবৃত্তি, একই লক্ষ্য দলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগীতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে সীমিত যোগাযোগ এবং কোন্ ইন্ডাস্ট্রি বা পেশার জন্য কি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার স্বচ্ছ ধারণা নেই।

২.১২ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিকে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ এবং ইস্যুর সম্মুখীন হতে হয়, যার মধ্যে সবগুলি আর্থিক বা সম্পদের ঘাটতি সম্পর্কিত নয়। অধিকতর কার্যকর এবং জাতীয়ভাবে সংগতিপূর্ণ নীতি এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং মান নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে।

৩. ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

৩.১ ভিশনঃ

দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন সম্পর্কে সরকার, ইন্ডাস্ট্রি, কর্মী এবং সুশীল সমাজের মধ্যে মতবিনিময় করে যা করা হয়েছে তা হলো:

জাতীয় এবং শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রি কৃর্তক স্বীকৃত এবং সমর্থিত হবে। পুনর্গঠিত দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি সকল ব্যক্তির শোভন কর্মসংস্হানে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন করবে এবং উৎকর্ষ সাধিত দক্ষতা, জ্ঞান এবং যোগ্যতার (যা গুণগতমানের জন্য সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত) মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগীতার সামর্থ্য (কম্পিটিটিভনেস) নিশ্চিত করবে।

৩.২ মিশনঃ

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতির মিশন হচ্ছে, নিম্ন বর্ণিত উপায়ে দ্রুত এবং সামুদায়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা :

ক) ব্যক্তির কর্মসংস্থান এর সামর্থ্য (মজুরি/আত্ম-কর্মসংস্থান) এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি এবং শ্রম বাজারের সাথে খাপ-খাওয়ানোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করা;

খ) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনকতার উৎকর্ষ সাধন করা; এবং

গ) জাতীয় প্রতিযোগিতামূলকতা এবং দারিদ্রতা হ্রাসকরণ জোরদার করা।

৩.৩ উদ্দেশ্যঃ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পুনর্গঠন কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট বিবৃতি প্রদান;

খ) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের গুণগতমান এবং প্রাসঙ্গিকতার উৎকর্ষ উন্নয়ন সাধন করা;

গ) অধিকতর নমনীয় এবং দ্রুততম সময়ে সাড়া প্রাপ্তিযোগ্য (ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড রেসপনসিভ) প্রশিক্ষণ কৌশল (ডেলিভারি মেক্যানিজম) প্রতিষ্ঠা করা যা শ্রম বাজার, ব্যক্তি, এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজকে অধিকতর উন্নততর সেবা প্রদান করে;

ঘ) বিভিন্ন দলের নাগরিদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রবেশগম্যতার উৎকর্ষ সাধন করা, শিল্প সংগঠন, নিয়োগকারী, কর্মী কর্তৃক দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা এবং সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষতা অর্জনের উৎকর্ষ সাধন করা;

ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা, ইন্ডাস্ট্রি, এবং সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলীর অধিকতর ফলপ্রসূ পরিকল্পনা,সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ শক্তিশালী করা।

৩.৪ মূল লক্ষ্য দল :

জাতীয়ভাবে চিহ্নিত বিশেষ অবলম্বন প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠী, যেমন, যুব সম্প্রদায়, স্বল্পদক্ষতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, অভিবাসী, অভ্যন্তরীনভাবে স্থানচ্যুত জনগণ, বয়স্ক কর্মী, আদিবাসী জনগণ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যালঘু দল এবং সামাজিকভাবে বাদ পড়া জনগোষ্ঠী; ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকৃতির শিল্প, উপানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, পল্লী খাত ও আত্ম-কর্মসংস্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং জীবনব্যাপী শিখনে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৫ শোভন কর্ম :

দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য বড় ধরনের বাধা (চ্যালেঞ্জ) হলো বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মসংস্থান এবং নিশ্চিত শোভন কর্ম বৃদ্ধি করা। ফলস্বরূপ, অনাানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকতর সচেতনতাও সৃষ্টি করবে।

৩.৬ জীবনব্যাপী শিখন :

জীবনব্যাপী শিখন ধারণার আওতায় সরকার একটি অধিকতর সমন্বিত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে, চালিয়ে যাবে এবং উৎকর্ষ সাধন করবে। সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো শিক্ষা, প্রাক-কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ এবং বেকারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.৭ সামাজিক অংশীদার :

দক্ষতা উন্নয়নে সামাজিক অংশীদারগণের বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে, নিয়োগকারী এবং কর্মীগণ হলো মূল স্টেকহোল্ডার যারা সরকারের সাথে দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে একটি ভিশন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। এই দক্ষতা উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নকরার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে যাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে এবং ব্যক্তি তার যোগ্যতা এবং পেশাজীবন উন্নয়নের জন্য সহায়তা পায়।

৪. চাহিদা-চালিত, নমনীয় এবং দ্রুত সাড়া প্রাপ্তিযোগ্য (ডিম্যান্ড-ড্রিভেন, ফেক্সিবল অ্যান্ড রেসপন্সিভ) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

৪.১. বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্থানীয় এবং বৈদেশিক চাকুরী দাতাদের, কর্মীদের এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে, একে অবশ্যই অধিকতর নমনীয় এবং চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া প্রাপ্তিযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। নমনীয়তার অর্থ হলো যে টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণের চিহ্নিত চাহিদাকে বোঝা এবং তার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রণোদনা, সম্পদ এবং সামর্থ্য রয়েছে।

৪.২. চাহিদা-চালিত নীতির জন্য প্রয়োজন দক্ষতার চাহিদা চিহ্নিত করা এবং দক্ষতা প্রদানকারীদের জানানোর জন্য সংস্থাসমূহের, শিল্পের এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীন সামর্থ। প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর মোট চাহিদা জানানোর জন্য স্কিল্‌স ডাটা সিস্টেম প্রণয়ন করা হবে, এবং এই চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রণোদনা প্রদান, পারফরম্যান্স-বেইস্‌ড ফান্ডিং মেকানিজম এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের উৎসাহিত এবং ক্ষমতায়ন করা হবে।

৪.৩. এ পরিবর্তন অর্জন করার জন্য ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং সামাজিক সহযোগীগণ নিম্নোক্ত কাজগুলি করতে পারে:

ক) বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রির জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন সেটি অধিকতর স্পষ্টভাবে নির্ধারণ;

খ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদান করা যা শিক্ষার্থী এবং নিয়োগকারীর চাহিদা মেটায়; এবং

গ) ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সামর্থ্য বজায় রাখা, তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উচ্চতর জীবনমান বজায় রাখার জন্য উচ্চমানের দক্ষতা ফল (স্কিল আউটকাম) প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.৪. বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা:

বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সমন্বয়ে গঠিত হবে:

ক) জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ);

খ) যোগ্যতা ভিত্তিক শিল্পখাত আদর্শমান ও যোগ্যতা (কম্পিটেনসি বেইস্‌ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর স্ট্যান্ডার্ড এবং কোয়লিফিকেশন); এবং

গ) বাংলাদেশ দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি (বাংলাদেশ স্কিলস কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেম)।

৫. জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা :

৫.১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই শিল্প এবং সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার পাশাপাশি কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে চলবে। ফলে, বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত কোয়লিফিকেশন পদ্ধতি সংশোধন ও যুগোপযোগী করা হবে, যা একটি নতুন জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) পাশাপাশি প্রবর্তন করার দিকে পথ নির্দেশ করবে।

৫.২. জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কঠামো (এনটিভিকিউএফ)

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় শ্রম বাজারে বিকাশমান পেশাগত এবং পরিবর্তনশীল দক্ষতা রুপরেখা (প্রোফাইল) ভালভাবে প্রতিফলিত করার জন্য দেশে বিদ্যমান জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোকে (এনটিভিকিউএফ) আরও বিস্তৃত করবে।

৫.৩. বিশ্ববিদ্যালয় অবধি (কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী অন্তর্ভুক্ত নয়) নামকরণ এবং যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য প্রযোজ্য একটি জাতীয় বেঞ্চমার্ক প্রদানের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো সামাজিক সংস্থা, বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কর্মস্থলে পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ অধিকতর শক্তিশালী সমন্বয়ের (ইন্টিগ্রেশন) ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

৫.৪. এদেশের জন্য ক্রমবর্ধিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশী কর্মীদের দক্ষতা ও জ্ঞানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য জাতীয় কারিগরি বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো একটি নতুন বেঞ্চমার্ক প্রদান করবে।

৫.৫. বাংলাদেশ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো হবে জাতীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ (ন্যাশনালি কনসিস্টিন্ট) একটি পদ্ধতি যা নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে:

ক) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোয়ালিফিকেশনের মান উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকতার উৎকর্ষ সাধন করা;
খ) আনুষ্ঠানিক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সনদের বা প্রশংসা-পত্রের সঙ্গতিপূর্ণ নামকরণ করা;
গ) আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতিতে কর্মক্ষেত্রে অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;
ঘ) ব্যক্তির নিয়োগ প্রাপ্তির সামর্থ্য বজায় রাখা ও তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চ-মানের দক্ষতা ফলের সংস্থান করা;
ঙ) ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনীয়তার সাথে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি একইসাথে থাকার (অ্যালাইনমেন্টের) উৎকর্ষ সাধন করা;
চ) কর্মসূচি এবং অগ্রসরণ গতিপথ (প্রোগ্রেশন পাথওয়ে) বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পছন্দের বিষয় বৃদ্ধি করা;

ছ) কর্মীদের জন্য স্বীকৃত গতিপথ (পাথওয়ে) প্রদান করে তাদের সমগ্র কর্মজীবন ও তার বাইরের জ্ঞান ও দক্ষতার স্তর উন্নয়নের জন্য জীবনব্যাপী শিখনকে সমর্থন করা।

৫.৬. সাধারণ শিক্ষায় অতিরিক্ত গতিপথ (পাথওয়ে) প্রবর্তন এবং সমাজের স্বল্প-সুবিধাভোগী এবং নিম্নশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো দুটি প্রাক-বৃত্তিমূলক স্তর অন্তর্ভুক্ত করবে। এটি ৫টি ভোকেশনাল লেভেল এবং ডিপ্লোমা লেভেল কোয়ালিফিকেশনের জন্য একটি লেভেল অন্তর্ভুক্ত করেছে যা ২ নং চিত্রে দেখোনো হয়েছে। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায়, যখন কোনো প্রোগ্রাম পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন অবস্থা অপেক্ষা কম থাকে তখনও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট ইউনিট্স অব কম্পিটেন্সি অর্জনের ফলাফলের বিবরণ প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

৫.৭. সাধারণ শিক্ষায় একটি নতুন দ্বৈত সনদ প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে যার ফলে যেসব ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমূলক শিক্ষা কমর্সূচির স্কিল কম্পোনেন্ট, যেমন- এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করবে, তাদেরকে স্কুল কোয়ালিফিকেশনের পাশাপাশি পৃথকভাবে এনটিভিকিউএফ কোয়ালিফিকেশন প্রদান করা হবে।

এনটিভিকিউএফ লেভেল	প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন	ভোকেশনাল এডুকেশন	টেকনিক্যাল এডুকেশন	জব ক্লাশিফিকেশন
এনটিভিকিউএফ লেভেল - ৬			ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান	মিড্ল লেভেল ম্যানেজার/ সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি
এনটিভিকিউএফ লেভেল - ৫		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ৫ (এনএসসি - ৫)		হাইলি স্কিল্ড ওয়ার্কার / সুপারভাইজার
এনটিভিকিউএফ লেভেল - ৪		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ৪ (এনএসসি - ৪)		স্কিল্ড ওয়ার্কার
এনটিভিকিউএফ লেভেল - ৩		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ৩ (এনএসসি - ৩)		সেমি -স্কিল্ড ওয়ার্কার
এনটিভিকিউএফ লেভেল - ২		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ২ (এনএসসি - ২)		বেসিক-স্কিল্ড ওয়ার্কার
এনটিভিকিউএফ লেভেল - ১		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ১ (এনএসসি - ১)		বেসিক ওয়ার্কার
প্রি-ভোকেশনাল লেভেল - ২	ন্যাশনাল প্রি-ভোকেশনাল সার্টিফিকেট এনপিভিসি - ২			প্রি-ভোকেশনাল ট্রেইনি
প্রি-ভোকেশনাল লেভেল - ১	ন্যাশনাল প্রি-ভোকেশনাল সার্টিফিকেট এনপিভিসি - ১			প্রি-ভোকেশনাল ট্রেইনি

চিত্র ২: জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো

৫.৮ সকল সরকারী সংস্থা যারা দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে, তারা তাদের কারিকুলাম পর্যালোচনা করবে যাতে এটি নতুন জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) একই পর্যায়ে আসবে। এটি নিশ্চিত করবে যে, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের তাদের বিদ্যমান কর্মসূচির যে অংশ জাতীয় ইন্ডাস্ট্রি স্কিল স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে প্রণীত, তার জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোয়ালিফিকেশন প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

৫.৯ এনজিও ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোসহ (বিএনএফই) অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ নতুন স্ট্যান্ডার্ড এবং সহায়ক উপকরণসমূহের সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে যাতে তাদের কর্মসূচির দক্ষতার অংশ (স্কিল কম্পোনেন্ট) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হতে পারে।

৫.১০ জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থনের জন্য, কোয়ালিফিকেশন শিরোনাম ব্যবহারে নিরাপদ পদক্ষেপ গ্রহনের ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয়ভাবে স্বীকৃত গুণগতমানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচীকে সনদায়নের জন্য একটি নতুন জাতীয় লোগোও প্রবর্তন করা হবে।

৫.১১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নতুন জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) বাস্তবায়ন এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যালোচনা বা পরিবর্তনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে।

৫.১২ এনটিভিকিউএফ এর অখন্ডতা (ইনটেগ্রিটি) রক্ষা করার জন্য, বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ যারা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নতুন জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) কোয়ালিফিকেশন শিরোনাম অথবা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রতীক (ন্যাশনালি রিকগনাইজ্ড ট্রেনিং লোগো) ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য টেকনিক্যাল এডুকেশন রেগুলেশন, ১৯৭৫ সংশোধন করা হবে।

৫.১৩ নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণের মধবর্তী সময় নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থা নিশ্চিত করতে চাহিদাযুক্ত পেশা এবং দক্ষতার জন্য নতুন স্ট্যান্ডার্ড ও কোয়ালিফিকেশন প্রণয়নের নিমিত্তে সরকার ক্রমাগতভাবে সম্মুখ অভিমুখী খাতের সাথে কাজ করে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়ন করবে।

৬. কম্পিটেন্‌সি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

৬.১. দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার অনুকূলে দ্রুত সাঁড়াপ্রাপ্তিযোগ্য হবে এবং তা অর্জন করার লক্ষ্যে কম্পিটেন্‌সি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি (সিবিটি অ্যান্ড এ) বাস্ত বায়নের দিকে অগ্রসর হবে, যাতে শেষে লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

৬.২ এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, শ্রম বাজারের জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন তার সংজ্ঞার্থ অধিকতর স্বচ্ছ ও সুক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন যাতে করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ব্যবহরিক দক্ষতার প্রতি বেশি জোর দিতে পারে। সিবিটি অ্যান্ডএ পদ্ধতি চাহিদা-চালিত (ডিম্যান্ড-ড্রিভেন) প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে, এবং ফলশ্রুতিতে শিল্প খাত এবং প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরী করবে। ইন্ডাষ্ট্রি কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় একটি স্ট্যান্ডার্ডে কার্য সম্পাদন করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং প্রায়োগিক দক্ষতা প্রদর্শনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কম্পিটেন্‌সি বেইস্‌ড প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (সিবিটিঅ্যান্ডএ) প্রচলিত তত্ত্ব ভিত্তিক শিক্ষা ধারা থেকে দূরে সরে আসাকে সুস্পষ্ট করে।

৬.৩. সিবিটিঅ্যান্ডএ পদ্ধতি নিম্নলিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে হবে:

ক) কম্পিটেন্‌সি বেইস্‌ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রসরণ নির্ধারিত হবে এমনভাবে যে, একজন শিক্ষার্থী পূর্বনির্ধারিত মানে (স্ট্যান্ডার্ডে) পৌছাতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা দ্বারা, প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সময় দ্বারা নয়।

খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জন পরিমাপ করা হয় কম্পিটেন্‌সি স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে, অন্য শিক্ষার্থীদের অর্জনের বিপরীতে নয়।

৬.৪. সিবিটিঅ্যান্ডএ প্রবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো ইন্ডাস্ট্রির সাথে নিবিড়ভাবে সংলাপ করা, যার মাধ্যমে কর্মস্থলের বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান এর সুস্পষ্ট বিবৃতি প্রস্তুত করা যায়। এই সকল ইউনিট অব কম্পিটেন্‌সি বা কম্পিটেন্‌সি স্ট্যান্ডার্ডসমূহ কর্মদক্ষতার মানদন্ড নির্ধারণ করে যার মাধ্যমে ঐসব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, যারা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদান করে, তারা শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবে।

৬.৫. ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর স্ট্যান্ডার্ডস এবং যোগ্যতা কাঠামো

সরকার তার ইন্ডাস্ট্রির সহযোগীদের সাথে ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটেন্সী স্ট্যান্ডার্ড এবং যোগ্যতার একটি নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবে। কম্পিটেন্‌সি স্ট্যান্ডার্ডসমূহ প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর কর্তৃক প্রণীত হবে এবং গুচ্ছ (ক্লাস্টার) দল আকারে বিভক্ত করা হবে যা ঐ সকল সেক্টরের নিয়োগকর্তা এবং কর্মীগণ কর্তৃক প্রদত্ত

অগ্রাধিকারভুক্ত পেশা বা মূল দক্ষতা সমষ্টির প্রতিফলন ঘটাবে। এই নতুন পদ্ধতি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর স্ট্যান্ডার্ড এবং কোয়ালিফিকেশন স্ট্রাক্চার হিসেবে পরিচিত হবে।

৬.৬. সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক সত্যায়নকৃত নতুন কম্পিটেন্সি বেইস্ড যোগ্যতা প্রদান করতে পারবে না, যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক নির্ধারিত স্কিল স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত জনবল আছে কিনা তা তাদেরকে প্রদর্শন করতে হবে।

৬.৭. সিবিটিঅ্যন্ডএ পদ্ধতিতে এমন প্রত্যাশা থাকবে যে, ইন্ডাস্ট্রি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা প্রদান করবে, যাতে করে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ এবং গ্রাজুয়েটগণ, নিয়োগকারী ও তাদের কর্মীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়।

৬.৮. বিদ্যালয়সমূহে পরিচালিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ যেমন এসএসসি (ভোক), এইচ এসএসসি (ভোক), এবং এইচ এসএসসি (বিএম) পরিমার্জন করা হবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে ভোকেশনাল কম্পোনেন্টসমূহ ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটেনসি স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে গঠিত এবং ছাত্রছাত্রীরা যদি কম্পিটেন্ট হিসেবে মূল্যায়িত হয় তাহলে তারা কেবলমাত্র এনটিভিকিউএফ কোয়ালিফিকেশন লাভ করবে।

৬.৯. সকল প্রশিক্ষক (ইনস্ট্রাক্টর) এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের (ট্রেইনার) পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা সিবিটিঅ্যান্ডএ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। নির্বাচিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতিসমূহকে উচ্চস্তরে উন্নীত করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমান বিনিয়োগও করা হবে যাতে তারা ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক সত্যায়নকৃত নতুন কোয়ালিফিকেশন প্রদান করতে পারে।

৬.১০. সিবিটিঅ্যান্ডএ এর ইম্প্যাক্ট বা প্রতিক্রিয়া নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, যেন ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের যে সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে, অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যয়ের কারনে তা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৭. কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণের মান নিশ্চিতকরণ

৭.১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের গুণগতমান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত মানের ইন্ডাস্ট্রি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য প্রতিদান বাড়াবে এবং বাংলাদেশের টিভিইটিকে শিক্ষার্থী এবং নিয়োগকারীদের জন্য একটি অধিকতর আকর্ষণীয় পছন্দের বিষয় হিসেবে তৈরি করবে।

৭.২ উৎকর্ষসাধিত গুণগতমানেরও প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে দেশ এবং বিদেশে শিক্ষার্থী এবং নিয়োগকারীগণ জ্ঞান ও দক্ষতার যে মান চায়, বাংলাদেশে প্রদত্ত কোয়ালিফিকেশনে সত্যিকার অর্থে তা প্রতিফলিত হয় সে বিষয় নিশ্চিত করতে পারা যাবে।

৭.৩ গুনগতমান নিশ্চিতকরণ আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠনিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিচালনার উৎকর্ষ সাধন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ফলে, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের গুণগতমানের উন্নতি সাধন করার জন্য বাংলাদেশ স্কিলস কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেম প্রবর্তন করা হবে।

৭.৪. বাংলাদেশ দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি (বাংলাদেশ স্কিলস কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেম):

শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয়ভাবে সংগতিপূর্ণ উচ্চ মান সম্মত প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন সেবা নিশ্চিত করার জন্য মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি (কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেম) নতুন জাতীয় মান আদর্শ (নিউ ন্যাশনাল কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড) প্রবর্তন করবে।

নতুন মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি (ইস্যু) নিয়ে কাজ করবে:

ক) সরকারি ও বেসরকরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নিবন্ধন;

খ) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ইউনিট্স কম্পিটেনসি এবং কোয়ালিফিকেশনসমূহ উন্নয়ন ;

গ) শিখন এবং মূল্যায়ন কর্মসূচীসমূহের সরকারিভাবে স্বীকৃতি ;

ঘ) কম্প্লাইয়্যান্সের জন্য কোয়লিটি স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নিরীক্ষণ;

ঙ) ইউনিট্স কম্পিটেনসির বিপরীতে অ্যাসেসমেন্ট টুলের বৈধতা প্রদান (যেমন- আদর্শায়িত পরীক্ষা ও ব্যবহারিক অভিক্ষা); এবং

চ) কোয়ালিটি প্রসেজিউর এবং ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও মূদ্রণ।

৭.৫. নতুন কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেমের প্রধান লক্ষ্য হলো এটি নিশ্চিত করা যে, বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ যে সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তাদের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং তাদের ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ন্যূনতম যে স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন সেটি মেটায়।

৭.৬. নতুন কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেম বাস্তবায়ন করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস এবং মানদণ্ড প্রণয়ন করা হবে। নতুন পদ্ধতিও বহুস্তরের নিবন্ধন পদ্ধতি বিবেচনা করবে যাতে করে বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। স্তরভিত্তিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতির জন্য অনুমোদন করে।

৭.৭. একটা সময়ের মধ্যে দক্ষতা প্রদানকারী সকল সরকারি সংস্থা নতুন কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত হবে, সুতরাং শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের বিবরণ এবং অন্যান্য যোগ্যতার মাধ্যমে এনটিভিকিউএফ থেকে তাদের অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করবে।

৭.৮. এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন কোয়ালিটি সিস্টেমের বাস্তবায়ন ও তার পর্যায়বৃত্ত পর্যালোচনার দায়িত্ব হবে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (বিটিইবি)। এনএসডিসি নিশ্চিত করবে যে, এই বর্ধিত ভুমিকা পালন করার জন্য বিটিইবি যেন প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা পায় এবং পর্যাপ্ত জনবল ও সম্পদ থাকে।

৭.৯. স্থানীয় প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে, বিটিইবি তাদেরকে স্বীকৃতি দেবে যারা টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস অর্জন করেছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যারা আইএসও ১০১০৫ পূরণ করে, যারা ইউকে কোয়লিফিকেশন এবং কারিকুলাম অথরিটি কর্তৃক বা অস্ট্রেলিয়ান কোয়লিটি ট্রেনিং ফ্রেমওয়ার্ক (একিউটিএফ) এর আওতায় নিবন্ধন প্রাপ্ত।

৮. দক্ষতা উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের শক্তিশালী ভূমিকা

৮.১ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের উপর উৎকৃষ্টতর সামাজিক সংলাপ ও সুদৃঢ় অংশীদারিত্বের বিকাশমান চাহিদা রয়েছে।

৮.২ চাহিদা আছে এমন সব পেশা ও দক্ষতার উপর সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান, এবং তাদের সেক্টরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার জন্য সেক্টর অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিকে সংগঠিত হওয়া উচিত। সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রি এই সকল ব্যবস্থা একটি ত্রিপক্ষীয় ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলের (আইএসসি) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে।

৮.৩ ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল (আইএসসি):

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ যেগুলি তাদের ইন্ডাষ্ট্রি সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটিগুলি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং ইন্ডাস্ট্রি পর্ষদসমূহকে একত্রিত করে।

আইএসসিগুলি নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ করবে:

ক) ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন অনুশীলন পরিবীক্ষণ এবং পর্যালোচনা করা এবং বিদ্যমান ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করা ও তা নিরসন করা;

খ) শিল্প ভিত্তিক নির্দিষ্ট দক্ষতা নীতি প্রণয়ন এবং তা অনুশীলন করা;

গ) উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধন এবং কর্মীদের কল্যান উন্নীত পর্যায়ে নেয়ার জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য ইন্ডাস্ট্রির সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এবং তাদের কর্মীদের উচ্চ স্তরে উন্নীত করা;

ঘ) কাউন্সিলের আওতাভুক্ত ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের উপর দক্ষতা ব্যবস্থার জন্য নেতৃত্ব এবং কৌশলগত উপদেশ প্রদান করা;

ঙ) ইনস্ট্রাক্টর এবং ট্রেইনারদের জন্য শিল্পের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং/অথবা পেশাগত মানোন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সহায়তা প্রদান করা;

চ) স্কিল স্ট্যান্ডার্ডস এবং কোয়ালিফিকেশন প্রণয়ন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অবদান রাখা এবং নতুন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অংশগহণ করা;

ছ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদকে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর চাহিদার উপর দক্ষতা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

জ) শিল্প কারখানায় কর্মী উন্নয়ন কার্যাবলী ত্বরান্বিত ও সপক্ষতা করা;

ঝ) নিয়মিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সেক্টর দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

ঞ) শিল্প কারখানার শিক্ষানবিশি কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান করা;

ট) প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, শিল্পকারখানা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির উৎকর্ষ সাধনে সহযোগীতা করা।

৮.৪ এই সকল ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি কর্পোরেশন অ্যাক্টের আওতায় ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সম্মত কর্ম পরিধি অনুযায়ী তাদের সেক্টরের জন্য স্বীকৃত ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি হিসেবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। সদস্যতার জন্য প্রদেয় ফি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান বহির্ভূত অন্যান্য ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উপার্জন সৃষ্টি হবে।

৮.৫ ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কমিটিগুলির নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য সরকার ইন্ডাস্ট্রি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কাজ করবে, তাদের পরিক্রিয়া ধরে রাখার (সাস্টেইনেবল) জন্য, এবং বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল ইস্যুসমূহের জন্য তাদেরকে প্রাথমিক যোগাযোগের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৬ যখন ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটিগুলির (আইএসসি) পরিক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করবে, তখন ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিধিদের জন্য স্কিলস বাংলাদেশ এর ব্যানারে একটি শীর্ষ দক্ষতা পর্ষদের (পিক স্কিলস বডি) প্রয়োজন নির্ধারণ করার জন্য সরকার তাদের সাথে এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারগণের সাথে পরামর্শ করবে।

৮.৭ বাংলাদেশে একটি অধিকতর কার্যকর দক্ষতা উপাত্ত পদ্ধতি (স্কিলস ডাটা সিস্টেম) প্রবর্তন করা হবে যা উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির ভূমিকা জোরদার করবে এবং বিবিএস, ব্যানবেইস এবং বিএমইটির বিদ্যমান অসদৃশ (ডিসপ্যারেট) প্রচেষ্টাসমূহকে একটি বিস্তৃত এবং জাতীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ (কোহেরেন্ট) পদ্ধতির আওতায় সমন্বয় করবে।

৮.৮ সকল প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কেন্দ্রের সংখ্যা এবং অবস্থান, তাদের কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, এবং কিভাবে ঐ সকল কর্মসূচি স্থানীয় কর্মসংস্থান সুযোগের সাথে মানানসই হয় সে সম্পর্কে একটি একত্রিত চিত্র (কনসলিডেটেড পিকচার) প্রবর্তন করার জন্য সরকার আরও অগ্রসর হবে।

৮.৯ ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির মধ্যে উকৃষ্টতর অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মানের উৎকর্ষ সাধন করবে। পিপিপি মডেল প্রতিষ্ঠা করতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

ক) সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের পিপিপি ব্যবস্থাপনা বোর্ড, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেবে যারা এনটিভিকিউএফ থেকে ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক অনুমোদিত নতুন চাহিদা ভিত্তিক কোয়ালিফিকেশন প্রদান করবে;

খ) সম্মুখ অভিমুখী (ইমার্জিং) সেক্টরগুলির জন্য শ্রেষ্ঠমানের দক্ষতা কেন্দ্র (স্কিলস সেন্টারস অব এক্সিলেন্স) স্থাপন করা, তারা একটি নেটওয়ার্ক হাব মডেলের মাধ্যমে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সাথে সংযুক্তি পূর্বক মূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারে উন্নীত হবে ;

গ) অগ্রাধিকারভুক্ত পরিকল্পিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির একটি আনুষ্ঠানিক আবশ্যকতা হলো শিল্প কারখানায় সংযুক্তি এবং কর্মে ন্যস্ত করা (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কপ্লেসমেন্ট) সম্প্রসারণ; এবং

ঘ) খণ্ডকালীন প্রশিক্ষক হিসেবে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিশেষজ্ঞ,অতিথি বক্তৃতা, প্রদর্শন, প্রর্ভতি ব্যবহার।

৯. পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের জন্য সঠিক দক্ষতা ও শ্রমবাজার উপাত্ত

৯.১ কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য মান সম্পন্ন উপাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকে তখন সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ কি ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন, কোথায় প্রয়োজন এবং কি ধরণের কর্মসূচী পরিচালনা করা প্রয়োজন এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠনসমূহের প্রাপ্ত তহবিলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং মূল শ্রম বাজার এবং কর্মসূচিসমূহ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সরবরাহের সাথে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার মিল রাখার জন্য উপাত্তের প্রয়োজন হয়;

৯.২ দেশ এবং বিদেশের প্রত্যাশিত (প্রসপেক্টিভ) নিয়োগকারীর প্রত্যাশা যাতে পূরণ হয় সে জন্য প্রাক-কর্মসংস্থান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সুযোগ এবং দক্ষতা সরবরাহ একই কাতারে থাকা উচিত। কোনো ধরনের পরিবর্তনের কারণে যাদের প্রচলিত দক্ষতার উপর প্রভাব পরে, সে সব কর্মীদের জন্য নতুন সুযোগ নিরূপনের জন্য সঠিক দক্ষতা এবং শ্রম বাজার উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ;

৯.৩ উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্ভবনাপূর্ণ সেক্টর ও অঞ্চলসমূহের গতিবিধি ও বিকাশ অনুসরণ করার যে পদ্ধতি রয়েছে, তার সাথে সংখ্যাগত ও গুণগত পূর্বাভাষ প্রদানকরণ ব্যবস্থা বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের (ব্রড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি) সাথে যুক্ত হবে। যাতে করে নতুন কর্মসংস্থান সম্ভাবনা এবং তাদের জন্য আবশ্যকীয় দক্ষতা চিহ্নিত করতে পারা যাবে এবং যারা চাকুরী হারাচ্ছে তাদের দক্ষতা প্রোফাইল বুঝতে পারা যাবে;

৯.৪. শ্রমবাজারের চাহিদা মেটানোর নিমিত্তে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, জাতীয় দক্ষতা উপাত্ত পদ্ধতি শক্তিশালী করা হবে যাতে করে এটি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের ইন্ডাস্ট্রি,

পরিকল্পনাবিদ এবং ব্যাবস্থাপকগণকে সময়মত এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে। নতুন পদ্ধতি নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদন করবে :

ক) দক্ষতার সরবাহ, দক্ষতা চাহিদা এবং সরবরাহ ও চাহিদার মিল সম্পর্কিত দেশীয় উপাত্তের চাহিদা মিটানো;

খ) বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারসমূহের দক্ষতা চাহিদা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক উপাত্তের চাহিদা মিটানো;

গ) আঞ্চলিক এবং জাতীয় উভয় পর্যায়ে বর্তমান দক্ষতা ঘাটতি এবং দক্ষতার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চাহিদা চিহ্নিত করার জন্য অনুমতি প্রদান করা;

ঘ) গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের গতি প্রকৃতির উপর মনোযোগ রাখার জন্য ট্রেসার স্টাডির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

ঙ) দক্ষতার উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য প্রতিষ্ঠান, পর্ষদ, এবং সংস্থাসমূহের দায়িত্ব চিহ্নিত করা এবং বন্টন করা;

চ) দক্ষতা নীতি, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং ব্যক্তির পছন্দ অবহিত করার নিমিত্তে সময়মত এবং বিস্তৃতভাবে উপাত্ত বিতরণের ব্যবস্থা করা;

ছ) প্রতিষ্ঠানের উপর উপাত্ত সংগ্রহের প্রভাব বিবেচনা করা।

৯.৫. নতুন দক্ষতা উপাত্ত পদ্ধতি ইন্ডাষ্ট্রি সেক্টর, জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর, দক্ষতা প্রদানকারী মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ, সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী, অঞ্চলসমূহ, ইত্যাদি থেকে উপাত্ত সম্ভরণ গ্রহণ করা উচিত। উপাত্ত পদ্ধতি পেশাগতভাবে বিন্যস্তকৃত হওয়া উচিৎ এবং স্বচছভাবে ও সময়মত উপাত্ত-তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে নীতি-প্রণয়নকারী এবং স্টেকহোল্ডারদেরকে উপকৃত করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

৯.৬. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন হতে প্রাপ্ত উপাত্তসহ আন্তর্জাতিক চাহিদা উপাত্ত সমন্বয়ের জন্য বিএমইটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। বিএমইটির উপাত্ত অনুবিভাগকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা চাহিদা ব্যবস্থাপনা করার নিমিত্তে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য বিএমইটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে এনএসডিসি'র জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে।

৯.৭. নতুন দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এবং এর সচিবলয় কর্তৃক তত্তাবধায়ন করা হবে। এনএসডিসি সচিবালয় দক্ষতার সরবরাহ এবং চাহিদা উভয় ক্ষেত্রের উপাত্ত একত্রীকরণ এবং বিশ্লেষনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে যাতে করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর কার্যনির্বাহী কমিটি যথোপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সম্পদ সংস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।

৯.৮. এই নতুন ব্যবস্থার পূর্ণতাদান (কম্পিলমেন্ট) করতে সরকার ইন্ডাস্ট্রি এবং সামাজিক অংশীদারদের সাথে ছাত্রছাত্রী এবং দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (ভোকেশনাল গাইড্যান্স) পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য কাজ করবে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবে:

ক) প্রত্যেকটি শিল্প খাতে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, বিভিন্ন পেশা এবং কর্মসংস্থান সম্ভাবনা;

খ) প্রত্যেকটি চিহ্নিত পেশার জন্য আবশ্যিক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহ;

গ) প্রধান প্রধান বৈদেশিক শ্রম বাজার এবং চাহিদা আছে এমন মূল পেশাসমূহ;

ঘ) বিভিন্ন সেক্টরে কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধিসহ; এবং

ঙ) শ্রম আইন এবং অন্যান্য আকারে গঠিত শ্রম নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকলের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা।

৯.৯. দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগীতা প্রদানের নিমিত্তে, একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থা (ইন্টারনেট বেইস্ড ইনফরমেশন সিস্টেম) প্রতিষ্ঠা করা হবে যা বাংলাদেশে সকল সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ কর্তৃক পরিচালিত কোর্স ও কর্মসূচির উপর বিস্তারিত তথ্য নিয়োগকারী, প্রশিক্ষণার্থী ও সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে প্রদান করবে ।

১০. কম্পিটেন্ট এবং প্রত্যায়িত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী

১০.১. যেহেতু কোন কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসেবে একটি সুপ্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষন প্রদানকারীদের ক্যাডার বা দলকে বুঝায়, যাঁরা আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত, তাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী কারিগরি দক্ষতা থাকতে হবে, পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা কর্মস্থলে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মূল্যায়ন করার সামর্থ্য থাকতে হবে ।

১০.২. প্রশিক্ষণ জনবল তৈরির নিমিত্তে একটি অধিকতর কৌশলগত প্রস্তাবনা (অ্যাপ্রোচ) প্রবর্তন করার জন্য প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য একটি নতুন জাতীয় প্রশিক্ষণ ও প্রত্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এটি নতুন জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) অধীনে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে কর্মসূচি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য একই মানদণ্ড (কমন স্ট্যান্ডার্ডস), কর্মসূচি এবং যোগ্যতা প্রয়োগ নিশ্চিত করবে ।

১০.৩. এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনবলের গুণগতমান এবং পেশাদারিত্ব কালক্রমে বৃদ্ধি হবে, কারণ;

ক) এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল প্রশিক্ষকগণকে প্রশিক্ষিত ও প্রত্যায়িত করা হবে;

খ) সকল বেসরকারি খাতের প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষক যাঁরা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জনের পথে নিয়ে যাবে তাদেরকে নতুন ব্যবস্থার আওতায় অবশ্যই প্রত্যায়িত (সার্টিফায়েড) হতে হবে;

গ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যা বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রনালয় ও সংস্থা কতৃক পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত বিদ্যমান প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধাসমূহকে সমন্বিত করে;

ঘ) নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রত্যায়িত জাতীয় মাস্টার ট্রেনারের (ন্যাশনাল মাস্টার ট্রেনারস) একটি জাতীয় ভান্ডার (ন্যাশনাল পুল) সৃষ্টি করা হবে;

ঙ) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য বর্তমান আবশ্যক পূর্বযোগ্যতা (প্রিরিকুজিট্স) পর্যালোচনা করা হয়েছে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, সকল প্রশিক্ষকদের কারিগরি যোগ্যতা অথবা শিল্প অভিজ্ঞতা, কমপক্ষে যোগ্যতার যে স্তরের জন্য তাঁরা পাঠদান করছেন তার সমান;

চ) নতুন পদ্ধতির আওতায় প্রত্যায়ন অর্জন করার নিমিত্তে বেসরকারি খাতের প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রনোদনা মূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে; এবং

ছ) সকল সরকারি খাতের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য তাঁদের দক্ষতার মূল্য মান বজায় রাখা নিশ্চিত করার নিমিত্তে পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০.৪. দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় নমনীয়তা ও বর্ধিত আকারের গমনাগমন ত্বরান্বিত করার জন্য, বাংলাদেশে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নতুন পদ্ধতির আওতায় যোগ্যতা অর্জনকারী প্রশিক্ষকগণের গমনাগনের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে জনবল সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা করা হবে। বর্তমানে প্রচলিত অধিকমাত্রায় গুরুত্বপ্রদত অতিমাত্রায় জ্ঞানজাগতিক যোগ্যতা অপসারণ করার জন্য, এই নীতিমালা পর্যালোচনা করা হবে, এবং বিশেষ করে, বর্তমানে শিল্প কারখানার অভিজ্ঞতার চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীসমূহের চাহিদার বিষয়টি পূণঃ পরীক্ষা করা হবে।

১০.৫. প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যায়ন পদ্ধতি নিশ্চত করবে যে:

ক) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণপ্রদানকারীগনের জন্য জাতীয় দক্ষতা আদর্শমান (ন্যাশনাল কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির/কর্মসূচিসমূহের মধ্যে মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে;

খ) সকল প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীবৃন্দের পূর্ব শিখনের স্বীকৃতিসহ কম্পিটেন্সি বেইজ্ড ট্রেনিং এবং অ্যাসেসমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন;

গ) সুবিধা বঞ্চিত দলসমূহের বেশী হারে দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সামুদায়িক শিক্ষণ-শিখণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঘ) টেকনোলজি সাপোর্টেড লার্নিং ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঙ) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার উপর পর্যাপ্ত দক্ষতা রয়েছে; এবং

চ) প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের প্রদত্ত যোগ্যতা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত হয়।

১০.৬. প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর তীব্র ঘাটতির কারনে নতুন ব্যবস্থা দুই ধাপ প্রত্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করবে যাতে করে স্বল্প সময়ে বৃহত্তর সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী নিয়োগ করতে পারে। যাদের যথোপযুক্ত শিল্প কারখানার কারিগরি দক্ষতা আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞানজাগতিক যোগ্যতার ঘাটতি আছে তারা নিয়োগকৃত হবে এবং স্বল্প মেয়াদি নিবিড় ট্রেইন দ্য ট্রেইনার কর্মসূচি সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণ শুরু করার অনুমতি প্রাপ্ত হরে।

১০.৭. দক্ষতা উন্নয়নের উপর পৃথকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সকল টিভিইটি ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে সরকারি সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী এবং প্রশিক্ষকদের নিয়োগ ব্যবস্থাপনা একটি নতুন কমিশন কর্তৃক পরিচালনা করা হবে।

১০.৮. সরকার ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, 'রিটার্ণ টু ইন্ডাস্ট্রি' কর্মসূচীকে সহায়তা প্রদান করার জন্য কার্যসাধন-পদ্ধতি নির্ধারণ করা যা বর্তমানে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদেরকে তাদের কর্মস্থলে কারিগরি দক্ষতা উন্নীতকরণ অনুমোদন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে স্বল্প মেয়াদি নিবিড় দক্ষতা উন্নীতকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য পাইলট সেক্টরে ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

১০.৯. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন জনবল তৈরি উৎসাহিত করার নিমিত্তে কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ/কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন করার নিমিত্তে কর্মীদের কাজ থেকে ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

১০.১০. পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নতুন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ স্থানসমূহে মহিলা প্রশিক্ষকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে

১০.১১. বহু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তীব্র প্রশিক্ষক ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে, সরকার প্রশিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি কৌশল প্রণয়ন করবে যাতে করে শূন্য পদসমূহ পূরণ হয় এবং যা দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হিসাবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বজায় রাখে।

১০.১২. পেশায় চরম উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কার প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং অন্যান্য দেশের মান সম্মত দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিসমূহ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী এবং প্রশিক্ষকগণকে দেখানোর জন্য আন্তর্জাতিক পেশাজীবি বিনিময় এর একটি সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে।

১০.১৩. যেহেতু বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রাখে, ইন্ডাস্ট্রি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রদত্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের সার্বিক মানোন্নয়নের নিমিত্তে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা হবে।

১১. কার্যকর এবং নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১১.১ সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহের ব্যবস্থপনার উৎকর্ষ সাধন করার প্রয়োজন হবে যদি বাংলাদেশে দক্ষতা ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে মান সম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হয়।

১১.২ সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নিয়োগ ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য পরিষ্কার দিক নির্দেশনা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া থাকতে হবে। সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেকে অধিকতর কার্যকরী করার জন্য নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করা হবে যাতে করে:

ক) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন খণ্ডকালীন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী নৈমিত্তিকভাবে বা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করতে পারে; এবং

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক নির্বাচন হবে মেধার ভিত্তিতে এবং কেবলমাত্র জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।

১১.৩. আর্থিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বও বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে যাতে করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণ ইন্ডাস্ট্রির সাথে আরও কার্যকর স্থানীয় কর্মঅংশীদারিত্ব (ওয়ার্কিং পার্টনারশীপ) গঠন করতে সক্ষম হয়।

১১.৪. বাজারে যেসব কোর্সের চাহিদা কম, ঐসব কোর্স বন্ধ করার নিমিত্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে এবং ইন্ডাস্ট্রির ইমার্জিং চাহিদা মেটাতে সক্রিয় হওয়ার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে নতুন নতুন কোর্স প্রবর্তন এবং পাঠদান করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

১১.৫. ইন্ডাস্ট্রির প্রশিক্ষণ প্রয়োজনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় হওয়ার নিমিত্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য গুরুত্ব প্রদান এবং প্রণোদনা প্রবর্তন করা হবে, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর ক্ষমতা অর্পিত থাকবে।

১১.৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, ছাত্রছাত্রীদের কোর্সে অন্তর্ভূক্তি, কোর্স সমাপ্তকরণ, কর্মসংস্থান, লিঙ্গ, অসামর্থ, আদিবাসি অন্তর্ভূক্তির সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করবে যা জাতীয় উপাত্ত পদ্ধতিতে অবদান রাখবে এবং উৎকৃষ্টতর পারফরম্যান্স মনিটরিং অনুমোদন করবে।

১১.৭. ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থান ফলফলের উপর বর্ধিত আকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে যা সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্টান কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি নতুন পদ্ধতির ট্রেসার ষ্টাডি দ্বারা পরিমাপ করা হবে।

১১.৮. ইন্ডাস্ট্রির সাথে অংশীদারিত্বেও আওতায়, সরকার সকল সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট প্রবর্তন করবে, যারা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) হতে নতুন ইন্ডাস্ট্রি এন্ডোর্সড কোয়লিফিকেশন প্রদান করার জন্য চেষ্টা করছে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এসব ম্যানেজমেন্ট বোর্ডগুলি স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন/প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সমাজ বা বা কমিউনিটি থেকে নেয়া সদস্যদের সাথে প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান করবে। তারা আউটপুট-ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং ফান্ডিং মেকানিজম প্রবর্তনেও সহায়তা প্রদান করবে।

১১.৯. গতিশীল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রশিক্ষণ পরিবেশকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত পদসমূহের এবং সামর্থ্যের সঠিক বিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোও পর্যালোচনা করা হবে।

১১.১০. অধিকাংশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্ম পরিবেশে পুরুষের আধিপত্য বেশি, লিঙ্গসমতা বিশিষ্ট নয়, বিশেষভাবে উচ্চতর পদমর্যাদা সম্পন্ন ম্যানেজমেন্ট পদসমূহ পুরুষ দ্বারা অতিমাত্রায় প্রতিনিধিত্বমূলক। একটি ইতিবাচক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে, এটি নিশ্চিত করার জন্য যে কমপক্ষে ৩০% ব্যবস্থাপনা এবং উর্ধতন পদে মহিলা কর্মকর্তা থাকেন এবং তা শারিরীকভাবে অসামর্থ জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্বল্পপ্রতিনিধিত্ব দলের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করবে।

১১.১১. যেহেতু সরকারি তহবিল এবং মূলধন সম্পদ ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর জবাবদিহিতার প্রয়োজন হবে, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং নিম্নমানের কর্মদক্ষতার জন্য ফল ভোগ করার নিমিত্তে নতুন কার্যসাধন-পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। পরিবীক্ষণ এবং ফলাফলের রিপোর্টিংকে শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ফলাফলভিত্তিক একটি নতুন প্রতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে।

১১.১২ সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং সামাজিক অংশীদারদের সাথে কাজ করবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি অবিরাম উৎকর্ষসাধন পদ্ধতি বাস্ত বায়ন করে, যাতে করে তারা, সেবা গ্রহনকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এসব সিস্টেম এবং স্ট্যান্ডার্ডসমূহ এনটিভিকিউএফ এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রায়োজনীয় নিবন্ধন ও পুনঃ নিবন্ধনের সাথে যুক্ত হবে।

১১.১৩ সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং সামাজিক অংশীদারগণের উচ্চমান সংস্কৃতি (কোয়লিটি কালচার) এবং শ্রেষ্ঠ কর্মদক্ষতা ভিত্তিক পুরস্কৃতকরণ উৎসাহিতকণের একটি উপায় হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রেডিং করার জন্য মানানসই উপায়সমূহ অনুসন্ধান করবে।

১১.১৪. অধ্যক্ষ এবং জেষ্ঠ্য কর্মচারীগণকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বশৈলী অনুশীলনে প্রশিক্ষিত করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

১১.১৫. কর্মচারীরা যাতে তাদের কাজের ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি আদর্শায়িত অপারেশন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হবে, এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে নিয়োগকৃত সকল কর্মচারীর জন্য কর্মসূচির উপর ইন্ডাক্শন/ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করবে।

১১.১৬. প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকরী ও সামুদায়িক শিখন পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখা নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার উন্নয়ন সহযোগী ও ইন্ডাষ্ট্রির সাথে কাজ করবে।

১১.১৭. এই নতুন অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ ও চাহিদা-চালিত (ডিম্যান্ড-ড্রিভেন) পদ্ধতিতে, প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কোর্সসমূহের বিস্তৃতি বৃদ্ধির জন্য বাজারজাতকরণ কৌশল প্রণয়ন করার প্রয়োজন হবে। ছাত্রছাত্রী এবং তাদের ইন্ডাস্ট্রি উভয়ের অভিযোগ গ্রহণ এবং তাতে সাঁড়া প্রদানের জন্য তাদের একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বাস্ত বায়ন করার প্রয়োজন হবে।

১১.১৮. মেধা ভিত্তিক নির্বাচন, নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার জন্য সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং সামাজিক সহযোগীদের সাথে কাজ করবে।

১১.১৯. সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রি কতৃক প্রণীত তথ্য এবং রিসোর্স ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময়মত এবং পেশা সংক্রান্ত কার্যকর নির্দেশনা প্রদানে ভুমিকা পালন করবে। একটি সহজ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে,

যাতে পিতামাতা, শিক্ষার্থী, নিয়োগকারী, কর্মী এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ তাদের দক্ষতা উন্নয়ন পছন্দের বিষয়সমূহে অধিকতরভাবে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে।

১১.২০. সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণোত্তর কর্মে নিযুক্তির (প্লেসমেন্ট) জন্য সহযোগীতা প্রদান করারও প্রয়োজন হবে, যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা তাদের কর্মসূচি সমাপ্তির পর কাজ খোজার জন্য সহায়তা প্রাপ্ত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের গন্তব্যস্থলের (ডেসটিনেশন) ঐ উপাত্ত অধিকতর পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ করা হয়।

১২. শক্তিশালী শিক্ষানবিশি

১২.১. শিক্ষানবিশি বা অ্যাপ্রেনটিসশিপ, অন্যভাবে ক্যাডারশিপ, ট্রেইনিশিপ বা ইন্টার্নশিপ বহু দেশে যুব সম্প্রদায়ের জন্য কারিগরি এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করার কার্যকর পন্থা হিসেবে পরিচিত। যদিও বাংলাদেশে সরকার, ইন্ডাস্ট্রি অথবা বৃহত্তর অর্থে সমাজ কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ভালভাবে সমর্থিত হয়নি।

১২.২. এটি স্বীকৃত যে, আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা স্বচ্ছ চুক্তির ঘাটতি, আইনের শর্ত পূরণ করে না বা প্রণীত আইনের আওতায় পড়ে না, পর্যাপ্তভাবে পরিবীক্ষণ করা হয় না এবং বিভিন্ন মানে দক্ষতা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেসমেন্ট ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও কঠিনতার সম্মুখীন হতে হয়। এসব অবস্থার মধ্যে ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে যে, শিক্ষানবিশগণ কোনো প্রকার অর্থবহ প্রশিক্ষণ অর্জন ছাড়াই সস্তা কর্মী হিসেবে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

১২.৩. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (এমওএলই) এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর মাধ্যমে, শিক্ষানবিশি পদ্ধতিকে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারণ করা হবে যাতে করে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অধিকতর সংখ্যক নিয়োগকারী, মাস্টার ক্রাফ্টসপারসন এবং শিক্ষার্থীগণ নতুন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১২.৪. শিল্পকারখানায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি উৎসাহিতকরণ এবং অনুগ্রহণ(টেক-আপ) বৃদ্ধি করার জন্য সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য সামাজিক সহযোগীগণ যথোপযুক্ত কার্যসাধন-পদ্ধতি এবং প্রণোদনা প্রদান পদ্ধতি প্রণয়ন করবে, যার মধ্যে আর্থিক পদক্ষেপের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১২.৫. সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার সহযোগীতায় কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং কাজের বাইরে প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি কম্পিটেন্সি বেইস্‌ড ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট

(সিবিটিঅ্যান্ডএ) যুক্ত হবে। এভাবে দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) পরিচালিত অন্য এক ধরনের শিক্ষানবিশি পরিলক্ষিত হবে।

১২.৬. শিক্ষানবিশি, জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) আওতায় জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতাসমূহ গ্রহণ করবে, এবং যে পেশাগুলি ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক অগ্রাধিকারভুক্ত পেশা হিসেবে চিহ্নিত, ঐসব পেশার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রণোদনা সীমিত হতে পারে, তথাপিও সরকার সকল ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) সকল পর্যায়ে প্রাপ্ত শিক্ষানবিশি প্রাপ্তিসাধ্য করার জন্য সুপ্ত প্রয়াসের উন্মেষ ঘটাবে এবং শিক্ষানবিশি এবং বাংলাদেশের যুবকদের জন্য নতুন ধারার জাতীয় সেবার মধ্যে সংযুক্তি স্থাপন করবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিশ বিধিমালায় নির্দিষ্ট থাকাতে সরকারি সকল সংস্থায় শিক্ষানবিশি গ্রহনের প্রয়োজন হবে।

১২.৭. যেহেতু শিক্ষানবিশি শব্দটি সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রি এবং সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, সে কারনে তাদের পরিচালিত কার্যক্রমের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক বিপণন প্রচারাভিযান বাস্তবায়ন করা হবে।

১২.৮. যতক্ষণ না বর্তমান শিক্ষনবিশি পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক নিয়ম-নীাতর আওতায় না আসে, সরকার বিশ্বাস করে যে, শিক্ষানবিশির জন্য এশটি অনুশীলন কোড (কোড অব প্রাকটিস) প্রবর্তনের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত দক্ষতা মানের উৎকর্ষ সাধন এবং আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে এসব কর্মস্থলসমূহের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি হতে পারে। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শিক্ষানবিশির জন্য একটি অনুশীলন কোড প্রণয়ন করা হবে এবং অনুশীলন কোড নিম্ন বর্ণিত কাজগুলি করবে:

ক) সুস্পষ্টভাবে সম্মত সর্বনিম্ন বেতনের হার, কাজের শর্ত এবং শিক্ষনবিশির সময় কাল নির্ধারণ করা;

খ) নিয়োগকারী এবং শিক্ষনবিশি বা তার অভিভাবক এর মধ্যে সুস্পষ্ট এবং পারস্পারিক সমঝোতার অগ্রসরণ হওয়ার দিকে পরিচালনা করা অর্থাৎ সরকার বা একটি স্থানীয়ভাবে অনুমোদিত মধ্যস্তাকারী প্রাতিষ্ঠানের সাথে নিবন্ধিত হওয়া;

গ) শ্রম আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষনবিশি কাজের জন্য আবশ্যিক সবনিম্ন বয়স নিশ্চিত করা;

ঘ) কাজের মাধ্যমে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা শিক্ষনবিশি সময়কালে বা এই উভয়ের মাধ্যমে যেসব দক্ষতা ও কম্পিটেনসিসমূহ অর্জন করতে হবে তা চিহ্নিত করা;

ঙ) আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং কর্মক্ষেত্র যেখানে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পাদনের মাধ্যমে কম্পিটেনসি অর্জিত হয় তার মধ্যে সংগতি বজায় রাখার জন্য জাতীয় দক্ষতা লগবুক ব্যবহার করা;

চ) আনুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা মূল্যায়ন করার জন্য মনোনীত আরপিএল কেন্দ্রের মাধ্যেমে পূর্ব শিখনের স্বীকৃতির অনুমোদন প্রদান করা; এবং

ছ) শিক্ষানবিশদের জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সনদ প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করা।

১২.৯. অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি উৎসাহিত করার জন্য, সরকার এবং তার সহযোগীগন প্রণোদনার ব্যবহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যন্ত্রপাতি, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সাধ্যের মধ্যে থাকা ব্যস্টিক অর্থ ব্যবস্থা (অ্যাফোর্ডেডেবল মাইক্রো-ফিন্যান্স) এবং অন্যান্য সহায়তা কৌশল যাতে করে শিক্ষানবিশি পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ তাদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির চেয়েও বেশি বস্তুগত সুফল বয়ে আনে।

১২.১০. এসব পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার জন্য শ্রম আইন এবং শিক্ষনবিশি নিয়ম-নীতি প্রয়োজন মাফিক সংশোধন করা হবে।

১৩. পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি

১৩.১ অনেক নাগরিক কাজ এবং জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান এবং অধিকতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গতিপথ বৃদ্ধির সংস্থান করার নিমিত্তে, পূর্ব শিখনের স্বীকৃতির (আরপিএল) জন্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে।

১৩.২ পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতি দাপ্তরিক রীতি মাফিক পূর্ব শিখনকে (দক্ষতা ও জ্ঞান) স্বীকৃতি প্রদান করবে যাতে করে যেকোনো ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ অথবা পুনঃ প্রবেশ করতে পারে এবং এভাবে তাদের কর্মে প্রবেশ ক্ষমতা (এমপ্লয়েবিলিটি) বৃদ্ধি পায়। পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতি নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে:

ক) সকল মানুষের তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ আছে;

খ) এই স্বীকৃতি প্রদান পদ্ধতি জব সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দক্ষতাসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে যা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, মজুরি বা মজুরিছাড়া কাজের মাধ্যমে, বা জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বা এগুলোর যে কোনো সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে;

গ) যতদূরসম্ভব সম্ভব, এই স্বীকৃতি পরিচালিত হবে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) সাথে দৃঢ়ভাবে গাথা কম্পিটেনসি এবং যোগ্যতার বিপরীতে;

ঘ) আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য, আবেদনকারীকে তার জ্ঞান ও দক্ষতার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে; এই সাক্ষ্য-প্রমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

১. কাজের নমূনা;

২. সনদপত্র;

৩. পোর্টফোলিও বা দলিলপত্র; এবং

৪. অভিসম্বন্ধ ও রেফারির প্রতিবেদন।

ঙ. পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতি তখনই কাঙ্খিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করবে যখন প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমান মূল্যায়ন করা হয় তখন তা উক্ত প্রোগ্রামের জন্য মূল্যায়নের আবশ্যিকসমূহ মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত, বিশ্বস্ত এবং বৈধ হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।

চ) অধিকাংশ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট, এবং যখন একটি সমতূল্য যোগ্যতা অথবা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) আওতাধীন পৃথক ইউনিট/ইউনিটস অব কম্পিটেন্সের জন্য কৃতিত্বের একটি বিবৃতি সম্পূর্ণ করে, তখন সনদ প্রদান করা যেতে পারে।

জ) যারা নিরক্ষর, যাদের অক্ষমতা রয়েছে বা যারা নিম্ন ধাপের শিক্ষা অর্জন করেছে, তাদেরকে অন্ত র্ভুক্ত করার নিমিত্তে যুক্তিসঙ্গতভাবে সমন্বয় করা হবে, এই শর্তে যে, তারা নির্ধারিত ধাপের দক্ষতা সম্পাদন করতে পারে।

ঞ) যদি তারা কোনো একটি যোগ্যতা সম্পূর্ণ করা বা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দক্ষতা উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, যারা তাদের দক্ষতার জন্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং/অথবা প্রত্যায়িত হয়েছে, তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রবেশ করার সুযোগ থাকবে।

১৩.৩. আরপিএল পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার নিশ্চিত করবে যে:

ক) সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সকল দক্ষতা প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখনের স্বীকৃতির (আরপিএল) জন্য সুযোগ প্রদান করবে; এবং

খ) বিটিইবি'র অধিভুক্ত সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রত্যাশিত শিক্ষার্থীকে আরপিএল প্রদান করার প্রয়োজন হবে।

১৩.৪. সরকার এবং তার সহযোগীগণ আরপিএল এর জন্য কেবলমাত্র কেন্দ্র মূল্যায়ন প্রবর্তন করার জন্য সম্ভাবনার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে কেন্দ্রগুলি সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই কোয়লিটি স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৩.৫. আরপিএল পদ্ধতি প্রবাসী কর্মীদের জন্য বর্ধিত কলেবরের প্রশিক্ষণ এবং পুনঃপ্রশিক্ষণের একটি অংশ গঠন করার পরিকল্পনা করবে যাতে করে বহির্গত ও প্রত্যাগত কর্মীগণ তাদের দক্ষতার যথাযথ স্বীকৃতি এবং প্রত্যায়ন পেতে পারে এবং নিশ্চিত করে যে দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং তদানুসারে পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়।

১৪. স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী দলের জন্য উন্নীত প্রবেশগম্যতা

১৪.১. সরকার স্বীকার করে যে বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র হ্রাস এবং অপর্যাপ্ত স্কুল শিক্ষার সীমাবদ্ধতা কমানোর জন্য অধিক সংখ্যক নাগরিকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রবেশ অধিকার থাকা প্রয়োজন যা তাদের কর্ম সংস্থান পাওয়ার সামর্থ্য বাড়াবে। তদানুযায়ী, প্রচলিত দক্ষতা প্রশিক্ষণে স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী দলের প্রবেশগম্যতার উৎকর্ষ সাধন করার জন্য প্রথমত দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষি, মৎস্য এবং হস্তশিল্পকে লক্ষ্য করে কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.২. স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী দলের জন্য দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতার বাধাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য তহবিলের ঘাটতি। এই সমস্যাকে তুলে ধরার জন্য সরকার ইন্ডাস্ট্রি এবং তার সামাজিক সহযোগীদর সাথে কাজ করবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৪.৩. শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির গ্রাজুয়েটদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তহবীলের সংস্থান করবে যাতে করে সফল আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে।

১৪.৪. নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী ঃ

সাধারণ শিক্ষার গ্রেড-৮ সম্পন্ন করার পূর্বে বহুসংখ্যক নাগরিক বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবং এ কারণে তারা আনুষ্ঠানিক দক্ষতা কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত হতে সক্ষম হয় না। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য, সরকার তার সহযোগীদের সাথে পুনর্গঠন প্রবর্তন করার জন্য কাজ করবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে:

ক) আনুষ্ঠানিক কোর্স থেকে গ্রেড-৮ এর পূর্বশর্ত অপসারণ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত প্রশিক্ষণের স্তরের সাথে নিবিড় সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কোর্সে প্রবেশ আবশ্যিক নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরীক্ষা দ্বারা তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;

খ) এনটিভিকিউএফ কোয়ালিফিকেশন এবং পাথওয়ে সীমিত শিক্ষা গ্রহণকারীদের আনুষ্ঠানিক কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ অনুমোদন করে যা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশনাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

গ) অর্থবহ কর্মসংস্থান প্রাপ্তির লক্ষ্যে কম শিক্ষিতদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে কোর্সসমূহ ডিজাইন করা হয়;

ঘ) নিম্নস্তরের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পরিচালনা ও মূল্যায়ন করতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী এবং ব্যবস্থাপকগণ এবং পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে;

ঙ) মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় অনুমোদন করে (অর্থাৎ যেসব ছাত্রছাত্রীদের পঠনে সমস্যা আছে তাদের সামনে পাঠ করে এবং যাদের শব্দ লিখনে সমস্যা, শব্দের জন্য একজন সুন্দর হস্ত াক্ষর লেখকের দ্বারা উত্তর প্রদান করে তাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে, যখন পঠন ও লিখন মূল্যায়ন করা হয় তখন মূল্যায়ণকৃত কম্পিটেন্সির পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পরে না); এবং

চ) কম শিক্ষিতদের জন্য শিক্ষানবিশিসহ আনুষ্ঠানিক কোর্সে প্রবেশ করার নিমিত্তে যেকোনো মৌলিক দক্ষতা ব্যবধান তুলে ধরার জন্য নতুন প্রি-ভোকেশনাল কোর্স পাথওয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৪.৫. মহিলা ঃ

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় কর্মসূচিতে মহিলাদের জন্য সমান প্রবেশ অধিকার থাকা উচিৎ যাতে অর্থবহ কর্মসংস্থান অথবা বিদ্যমান কর্মসংস্থান সুযোগ উন্নীত করার জন্য তারা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বর্তমানে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণের নিম্ন হার, বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ অসাম্যতা সংশোধন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার নিম্নে বর্ণিত উপায়ে দক্ষতা উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে:

ক) বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত দক্ষতা কর্মসূচি চালু করা যা মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রাপ্তির সামর্থকে উন্নীত করতে পারে;

খ) তাদের লিঙ্গ বন্ধুভাবপন্নতা মূল্যায়ন করার জন্য তাদের কর্মসূচিসমূহ এবং তার পরিচালনার কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করা;

গ) দক্ষতা উন্নয়নের সুফলের উপর মহিলাদের জন্য সামাজিক বিপণন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ) সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি (এনরোলমেন্ট) বৃদ্ধি করা;

ঙ) ছাত্রীদের জন্য লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশের ব্যবস্থা করা;

চ) ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক প্রসাধন কক্ষের ব্যবস্থা করা;

ছ) যেখানে সম্ভব মহিলা প্রশিক্ষক নিয়োগ করা;

জ) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মস্থলে হয়রানি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;

ঝ) সকল প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকগণকে লিঙ্গ সচেতনতা, কর্মস্থল হয়রানি এবং সমান কর্মসংস্থান সুযোগ (ইইও) এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং

ট) এমন একটি পদ্ধতির সংস্থান করা যেখান থেকে সকল ছাত্রছাত্রীর পরামর্শ সেবা প্রাপ্তির প্রবেশ অধিকার থাকে।

১৪.৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঃ

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ (২০০৬) এ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশ অধিকার ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সুযোগ-সুবিধার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটা অর্জন করার জন্য:

ক) দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য এনএসডিসি'র একটি বিশেষ উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক একটি কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হবে;

খ) প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ উন্নত করা হবে;

গ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকগণ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের সাথে কিভাবে কাজ করতে হবে তার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে;

ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য সম্মত প্রাধিকার পেশা ও দক্ষতামালার ক্ষেত্রে চাহিদামাফিক পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে;

ঙ) প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদানের জন্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে,যাতে তারা প্রয়োজনীয় স্তরের দক্ষতা সম্পাদন করতে পারে;

চ) সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য এনরোলমেন্টের ৫% এর একটি সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;

ছ) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মস্থল হয়রানি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে;

জ) প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান বাছাই এর উপর পরামর্শ করার জন্য প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ অধিকার থাকবে;

ঝ) প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের উপর প্রধান প্রধান সংস্থার কর্মচারীদের সুবিদিত প্রশিক্ষণ (ফ্যামিলিয়ারাইজেশন ট্রেনিং) প্রদান করা হবে।

১৪.৭. কর্মজীবি শিশু ঃ

আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মোকাবেলা এবং বাংলাদেশের যুবকদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংস্থান করার জন্য, দক্ষতা উন্নয়নে কর্মজীবি শিশুদের প্রবেশ ও অংশ গ্রহণ উৎকৃষ্টতর হওয়া উচিত। ভবিষ্যতে শোভন কর্মসংস্থান পাওয়ার জন্য সুযোগ প্রদান করার নিমিত্তে আইনসম্মত কর্মবয়সের শিশুদের মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার থাকবে। নতুন পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংস্থান করবে:

ক) শিক্ষানবিশিসহ আনুষ্ঠানিক কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মজীবি শিশুদের প্রবেশ পাথওয়েসমূহ;

খ) অর্থবহ কর্মসংস্থান প্রাপ্তির লক্ষ্যে কর্মজীবি শিশুদের প্রয়োজন মেটাতে সুনির্দিষ্টভাবে কোর্সসমূহ ডিজাইন করা।

গ) কর্মজীবি শিশুদের জন্য কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে নমনীয় দিক পরিবর্তন (ফ্লেক্সিবল শিফট);

ঘ) মূল্যায়ন এবং আরপিএল প্রক্রিয়া যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় অনুমোদন করে;

ঙ) প্রত্যেক কোর্সের জন্য (যেখানে ব্যবহারিক বিদ্যমান) একটি সুসংগঠিত ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কপ্লেসমেন্ট অংশ;

চ) একটি নিরাপদ শিখন পরিবেশ ও শিশু শ্রমের সর্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থা থেকে মুক্ত কর্মক্ষেত্র;

ছ) বিশেষ চাহিদার কর্মজীবি শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী এবং ব্যবস্থাপকগণের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

ঝ) কর্মজীবি শিশুদের কোর্সসমূহের মধ্যে পরামর্শ সেবাসহ প্রশিক্ষণ কালীন এবং প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্ত রাখা।

১৪.৮. স্বল্প উন্নত এলাকা ঃ

সরকার স্বীকার করে যে, বহুসংখ্যক নাগরিকের তাদের বাস্তব বিচ্ছিন্নতা (ফিজিক্যাল আইসোলেশন) অথবা প্রবেশগম্যতার ঘাটতির কারণে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রবেশ সীমিত থাকে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য, সরকার সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে হাওড়, চর এবং মঙ্গা কবলিত এলাকার জনগণের জন্য ১০% এনরোলমেন্ট লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করবে।

১৪.৯. গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ঃ

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য, গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই দক্ষতা উন্নয়নের মানোন্নয়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মধ্যে সংযুক্তি জোরদার করা হবে। এর লক্ষ্য অজন করার জন্য, গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ভিত্তিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ হবে:

ক) প্রধান প্রধান গ্রামীণ শিল্পসমূহ যেমন কৃষি, গবাদিপশু, মৎস্য এবং হস্তশিল্প প্রভৃতি প্রধান লক্ষ্য হওয়া, একইভাবে, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং বিস্তৃত আকারের কমিউনিটি সার্ভিসসমূহের সাথে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা প্রদান করা;

খ) স্বল্প সুবিধাভোগী দলের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এলাকার জন্য নির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া;

গ) পাঠ্যক্রমোত্তর কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যস্টিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়া;

ঘ) উন্নীত স্তরে বা অধিকতর প্রশিক্ষণ অর্জন করার জন্য আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ প্রদান করা;

ঙ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণকালীন এবং প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান করার কলাকৌশল অন্তর্ভুক্ত করা যা ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ অপশনসমূহ তুলে ধরে;

চ) সেই সকল প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যারা কমিউনিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণে পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে;

ছ) এনটিভিকিউএফ হতে কম্পিটেনসি এবং/অথবা কোয়ালিফিকেশনের সাথে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কম্পোনেন্টসমূহ যুক্ত করা;

জ) ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার জন্য প্রণোদনা প্রদান করা; এবং

ঝ) লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১৫. বেসরকারি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাঃ

১৫.১. বাংলাদেশে বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ উল্লেখযোগ্য পরিমান শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং তারা স্থানীয় দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১৫.২. সরকার মানসম্পন্ন বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা শক্তিশালী করার জন্য, ইন্ডাস্ট্রি এবং সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য সম্প্রসারণ ও বহুমূখী প্রশিক্ষণ বেছে নেবার ক্ষমতা সংবর্ধিত এবং সহযোগীতা প্রদান করা অব্যাহত রাখবে, যার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত থাকবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসুচির মাধ্যমে সহযোগীতা প্রদান।

১৫.৩. বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই ন্যূনতম মান আদর্শ সম্পন্ন হতে হবে যা সুযোগ-সুবিধার মান, স্টাফের জ্ঞান ও দক্ষতা এবং পরিচালিত কর্মসূচির মান (স্ট্যান্ডার্ড) বজায় রাখবে। বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ যারা এনটিভিকিউএফ এর অধীনে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোয়লিফিকেশন ইস্যু করার

ইচ্ছা পোষণ করে তাদের অবশ্যই নতুন বাংলাদেশ স্কিল্‌স কোয়ালিটি অ্যাসুর‍্যান্স সিস্টেমের অধীনে নিবন্ধিত এবং সরকারিভাবে স্বীকৃত হতে হবে।

১৫.৪. জাতীয় কারিগরি বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর বাস্তবায়ন, নতুন পদ্ধতির সমন্বিত অবস্থা বজায় রাখা এবং ইন্ডাস্ট্রি, সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং দেশ ও বিদেশ কর্তৃক গ্রহণযোগ্যতাকে উৎসাহিত করার জন্য কোয়ালিফিকেশন টাইটেল ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত করে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদান প্রতিষ্ঠানসমূহের তাদের পাঠ্যক্রম বাজারজাত ও উন্নয়ন করার জন্য "ন্যাশনাল সার্টিফিকেট" বা "ন্যাশনাল ডিপ্লোমা" এই জাতীয় শব্দ (টার্ম) ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যাবে না। যে সকল বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো কর্তৃক স্বীকৃত কোয়ালিফিকেশন টাইটেল ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ যদি এ ধরনের কোয়ালিফিকেশন টাইটেল ব্যবহার করতে ইচ্ছা পোষণ করে তবে তাদেরকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজন হবে এবং কর্মসূচি পরিচালনা করবে যা ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটেনসি স্ট্যান্ডার্ডসমূহ পূরণ করবে।

১৫.৫. বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমহূকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে যাতে তারা বিটিইবি কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচিসমূহের ন্যাশনাল কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস বজায় রাখতে পারে। বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের মান উন্নয়নের জন্য, সরকার এবং তার সহযোগীগণ কেবলমাত্র নিয়োগকৃত শিক্ষকদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থায়ন না করে এমপিওভুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পারফরম্যান্স ভিত্তিক অর্থায়ন মডেলে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৫.৬. প্রশিক্ষণ সংখ্যার প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য, সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধাদি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের নিকট লীজ প্রদান অনুমোদন করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে করে দ্বিতীয় শিফট এর মাধ্যমে তাদের সদ্ব্যবহার হয় এবং ছুটির দিনগুলিতে যেন উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অলস অবস্থায় বসে থাকা অনুমোদন করা না হয়।

১৫.৭. স্বল্প মেয়াদি দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এসএসসি এবং এইচএসসি গ্রাজুয়েটদের জন্য অংশগ্রহণযোগ্য করা হবে যাতে তারা কোর্স সমাপ্তি এবং ফলাফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়কালে তাদের দক্ষতা আরও উন্নয়ন করতে পারে।

১৫.৮. সরকার এটিও নিশ্চিত করবে যে, কোন নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা অবকাঠামো উন্নয়ন যতদূর সম্ভব পিপিপি উদ্যোগ হিসেবে করা হয়েছে।

১৬. টিভিইটির (কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের) উন্নীত সামাজিক মর্যাদা

১৬.১. দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মূল্য এবং মর্যাদা উচ্চতর স্তরে নেয়া এবং বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রশিক্ষিত স্নাতকদের সরবরাহ রয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং শিল্প কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর স্বল্পতা বিদ্যমান। দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে ছাত্রছাত্রী এবং কর্মীদের জন্য এখন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পছন্দের তালিকায় বিবেচনা করা যাবে না। একজন দক্ষকর্মী বনে এবং হয়ে, সেটিকে একটা সম্মানজনক পেশা হিসাবে পছন্দ করা উচিৎ।

১৬.২. বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং সামাজিক সহযোগীদের মধ্যে সরকারি বেসরকারি অংশীদারি (পিপিপি) পদ্ধতির আওতায় একটি নতুন অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

১৬.৩. সরকারের, নিয়োগকারীর এবং কর্মী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ অবশ্যই সম্মিলিতভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ও স্বীকৃতি প্রবর্ধিত করবে এবং নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার অগ্রগতি সাধনে সহয়তা করবে।

১৬.৪. এ লক্ষ্যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এবং ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটির মাধ্যমে সরকার তার সামাজিক সহযোগীদের সাথে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এর মূল্য এবং গুণগতমান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংলাপ শক্তিশালী করবে। নতুন এই অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে বিদ্যমান পারিতোষিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ করবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে যথাযথ ও নিশ্চিত গুণগতমানের যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীগণ যথোপযুক্ত পারিতোষিক লাভ করে।

১৭. শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মীবল উন্নয়ন

১৭.১. বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে হলে, নিয়োগকারী এবং কর্মীদের অধিকতর সক্রিয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়নে জড়িত হওয়া প্রয়োজন। তাদের কর্মীদের ধরে রাখার জন্য এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নতুন এবং উচ্চতর কর্মস্থল দক্ষতা আবশ্যিক। উচ্চতর এবং নতুন দক্ষতা, কর্মীদের

জন্য উন্নততর কর্মসংস্থান প্রাপ্তি, তুলনামূলকভাবে উন্নত পেশাজীবনের পথ এবং আয় বৃদ্ধিতেও সহায়তা প্রদান করে।

১৭.২ প্রধান প্রধান শিল্প যেমন: কৃষি, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, এবং গার্মেন্টস, টেক্সটাইল এবং অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরসহ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বর্তমানে দক্ষতা ঘাটতির সংকটে নিপতিত এবং বর্দ্ধিষ্ণু দক্ষতা চাহিদার কারনে ভবিষ্যতের উৎপাদন হ্রাস এর মুখোমুখী হয়। পরিবেশ জনিত ইস্যু ও আবহাওয়াজনিত পরিবর্তনের ফলে নতুন দক্ষতা চাহিদাও প্রত্যাশিত।

১৭.৩. কমসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মস্থলে দক্ষতা উন্নয়ন এবং একই সাথে শিল্প কারখানার জন্য ভ্যালু চেইন এ সহযোগিতা প্রদান করার নিমিত্তে সরকার যা করবে :

ক) শক্তিশালী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নীতি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানীগুলিতে ইতিবাচক জীবনব্যাপী শিক্ষণ সংস্কৃতি প্রবর্তন;

খ) প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসা উন্নয়নের অংশহিসেবে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্প এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ;

গ) প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অর্জিত দক্ষতার সনদ প্রদান প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ যাতে অনানুষ্ঠানিক এবং কর্মক্ষেত্রে শিখন এর মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত এবং স্থানান্তরযোগ্য হয়;

ঘ) প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসা উন্নয়নের অংশ হিসেবে কর্মীদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্প এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করার নিমিত্তে আর্থিক প্রনোদনা অন্তর্ভূক্তি করে একটা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা;

ঙ) ইন্ডাস্ট্রি প্রশিক্ষণে উদ্দ্যোগী হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করার নিমিত্তে একটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা দ্বারা;

চ) আর্ন্তজাতিক শ্রমনীতি এবং স্ট্যান্ডার্ডসমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করা, বিশেষ করে সংগঠনের স্বাধীনতা, যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং কর্মস্থলে লিঙ্গ সমতা;

ছ) প্রতিষ্ঠান, সেক্টর, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ করে "ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং এনএসডিসিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ইন্ডাষ্ট্রি প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করে দক্ষতা উন্নয়নের উপর কার্যকর সামাজিক সংলাপে সহযোগীতা প্রদান করা;

জ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রতিষ্ঠা করা যা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন চাহিদা মোকাবিলার জন্য মূল্য যোগ করে।

ঝ) সরকারি এবং বেসরকারি নিয়োগকারীদের মানব সম্পদ উন্নয়নে পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি (আরপিএল) অন্তর্ভুক্তিসহ সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলন গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহিত করা; এবং

ঞ) বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সকল স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে উৎসাহিত করা যাতে তারা (কর্মীগণ) প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

১৭.৪. কর্মসূচি উন্নয়ন এবং পরিচালনার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষণ সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করা হবে, যার মধ্যে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বা কাজের বাইরে থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৭.৫. প্রশিক্ষকদের ও কর্মক্ষেত্রের এসেসরদের প্রশিক্ষণ, শিল্প কারখানায় কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, এবং এর প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ও এসেসরদের স্বীকৃতি এবং অধিকতর উন্নয়নের জন্য সুযোগ প্রদানের নিমিত্তে সরকার প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সাথে কাজ করবে।

১৭.৬. আনুষ্ঠানিক এসেসমেন্ট ও ট্রেড টেষ্টিং এ ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটিকে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হবে এবং ইন্ডাস্ট্রি এসেসরদের তালিকাভুক্তিতে তাদের ভূমিকাকে উৎসাহিত করা হবে।

১৭.৭. অগ্রসর অভিমুখী ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের জন্য সরকারি বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) মাধ্যমে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা সেন্টারস অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

১৭.৮. শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ইন্ডাস্ট্রি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা কর্মসূচি প্রদান করবে এটি নিশ্চিত করতে যে দক্ষতা উন্নীত করার ফলে উচ্চ কর্মদক্ষতা অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধিত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

১৭.৯. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর জন্য পিপিপি বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তাদেরকে আন্তর্জাতিক বিজনেস স্কুলের সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে সেন্টার অব এক্সেলেন্স -এ উন্নীত করে ব্যবস্থাপনা শিক্ষাকে পুনঃ প্রদীপ্ত করার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৭.১০. অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (ইনফরমাল ইকোনমি)

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে দক্ষতা উন্নয়ন উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধন এবং কাজের পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এবং একই সময়ে কর্মীগণ যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে সে সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

১৭.১১. যখন শক্তিশালী শিক্ষানবিশি পদ্ধতি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির দক্ষতা সম্পর্কিত ইস্যু বা বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধার সংস্থান করবে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যবহৃত দক্ষতার স্তরের উৎকর্ষ সাধন করার জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন করবে।

১৭.১২. অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যয়ভার একটি উল্লেখযোগ্য বাধা। ফলস্বরূপ সরকার ও তার সহযোগীগণ ব্যয়ভারের বিষয়টি মেটানোর জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ব্যবসায়িক পরামর্শের সাথে যুক্ত ক্ষুদ্রঋন এর ব্যবহার এবং মাস্টার ট্রেনারদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ট্রেনিং ওয়ার্কশপ।

১৭.১৩. পল্লীর শিল্পকে অন্তর্ভূক্ত করে সরবরাহ চেইনকে শক্তিশালী করার যে চাহিদা রয়েছে, পল্লীর শিল্প ভিত্তিক সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয় উন্নত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং তাদের পরিচালিত দক্ষতা কর্মসূচীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বৃদ্ধি।

১৮. বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন

১৮.১ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের প্রেরিত অর্থের (রেমিট্যান্স) ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি এই দেশের কর্মীদের দক্ষতার উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে নতুন দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা হবেঃ

ক) প্রধান প্রধান বৈদেশিক শ্রম বাজারে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর দক্ষ কর্মীর চাহিদা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা

এবং ঐ চাহিদার প্রতি সক্রিয় সাড়া প্রদান;

খ) উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সমন্বিত এবং নমনীয় প্রবেশন এবং প্রশিক্ষণ কৌশল উদ্ভাবন করা;

গ) একটি জাতীয় যোগ্যতা পদ্ধতি (কোয়ালিফিকেশন সিস্টেম) তৈরি করা হবে যার বিপরীতে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা সনদ প্রদান করা যেতে পারে এবং বৈদেশিক নিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক নিয়োগকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে;

ঘ) বিদেশের নিয়োগকারীদের চাহিদামাফিক মানে দক্ষতা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সামর্থের উৎকর্ষ সাধন করা;

ঙ) প্রাক-বিদেশগমণ প্রশিক্ষণ (প্রি-এমবার্কেশন ট্রেনিং) প্রদানকারীগনের জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং মান নিশ্চিতকরণের উৎকর্ষ সাধন করা;

চ) যারা বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তাদের কর্মসংস্থান ফলাফলের (এমপ্লয়মেন্ট আউটকাম) উৎকর্ষ সাধন করা;

ছ) বিদেশে অর্জিত উচ্চতর দক্ষতা মূল্যায়ন এবং সনদ প্রদানের জন্য বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সম্পৃক্ত করা।

১৮.২ বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন জোড়দার করনের উদ্দ্যোগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সংস্কারের অন্যান্য সরকারী প্রয়াস অপেক্ষা স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়।

১৮.৩. বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য যেসব প্রশিক্ষণ ও ট্রেড টেস্টিং কেন্দ্র আছে তাদেরকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (বিটিইবি) তালিকাভূক্তির প্রয়োজন হবে, যাতে ঐ সকল কেন্দ্রে দক্ষতা মূল্যায়ন এবং সনদ প্রদান এনটিভিকিউএফ এর সাথে যুক্ত এবং জাতীয় দক্ষতা মান অনুযায়ী হয়, অথবা যেক্ষেত্রে সম্ভব কম্পিটেন্সি ষ্ট্যান্ডার্ড নিয়োগকারী দেশের স্বীকৃত হয়।

১৮.৪. প্রবাসী কর্মীদের জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। একটা সময়ের মধ্যে সকল প্রবাসী কর্মীকে বিটিইবি অধিভূক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হয় পেশার জন্য নির্দিষ্ট কোর্সের মাধ্যমে অথবা পূর্বশিখনের স্বীকৃতি (আরপিএল)) প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে এনটিভিকিউএফ হতে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পদ্ধতিগতভাবে আরপিএল প্রদান করা হবে।

১৮.৫. বৈদেশিক নিয়োগকারী এবং সরকারকে বাংলাদেশে দক্ষতা প্রশিক্ষণ পুনর্গঠন সম্পর্কে সচেতন করা হবে যাতে করে বৈদেশিক নিয়োগকারীগণ খুব সহজেই স্বল্পদক্ষ ও বেশীদক্ষ কর্মীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং প্রবাসী কর্মীগণ বিদেশের শ্রম বাজারে তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি ও প্রাপ্য পারিশ্রমিক অর্জন করতে পারে।

১৮.৬. যারা বৈদেশিক কর্মসংস্থান গ্রহন করতে চায় তাদের নিরাপদ অভিবাসন এবং জীবিকার জন্য ব্যাপক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশেষ সরকারী অভিবাসন সহায়ক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় স্বীকৃত। এতে এটি নিশ্চিত করবে যে, ট্রেড দক্ষতা ছাড়াও প্রবাসী কর্মীরা বিদেশে কাজ করার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত।

১৮.৭ প্রধান প্রধান বৈদেশিক শ্রম বাজারে যে সকল পেশা ও দক্ষতার চাহিদা রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণসহ অংশগ্রহনকারীদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হবে।

১৮.৮. এশিয়ার অনান্য দেশের মত একটা "ল্যাডারাইজেশন" পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের বিদেশে ফেরৎ যাবার পূর্বে তাদের দক্ষতার পরীক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উচ্চস্তরের সনদায়ন বা তার অংশবিশেষ গ্রহনের সুযোগ প্রদান করা হবে। কাজকরণ, শিখন, প্রশিক্ষণ এবং সনদ প্রদান পদ্ধতি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে কয়েক বছর পর পর্যন্তও যতক্ষণ পর্যন্ত না দক্ষ শ্রমিকগণ সুপারভাইজরি অবস্থানে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম না হয়। এটি ঘটার জন্য মড্যুলারাইজড কম্পিটেনসি বেইজ্ড ট্রেনিং প্রদান করা উচিত যা তাদেরকে এনটিভিকিউএফ মানের সনদ অর্জনের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করবে।

১৮.৯ প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্যে তুলনামূলকভাবে বেশী সম্পদ বরাদ্দের নিমিত্তে সরকার ২০০৯ সালের বাজেটে প্রবাসী কর্মীদের জন্য ঘোষিত দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮.১০ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের (এনএসডিসি) তত্ত্বাবধানে বিদেশে কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য একটি অধিকতর সমন্বিত অ্যাপ্রোচ (কোঅর্ডিনেটেড অ্যাপ্রোচ) নিশ্চিত করার জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) দায়িত্ব পালন করবে। এই অধিকতর সমন্বিত অ্যাপ্রোচ কিভাবে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ অবকাঠামোসমূহকে বিদেশে দক্ষ কর্মীর চাহিদার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা যেতে পারে তার একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করবে।

১৮.১১ বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের (এনএসডিসি) এর মাধ্যমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কৌশল নিরূপণ করবে।

১৯. অর্থায়ন

১৯.১ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনে। অতএব সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হিসেবে ব্যক্তিসহ সকল উপকারভোগীকে (স্টেকহোল্ডার) শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষনের জন্য জাতীয় বিনিয়োগে অংশীদারও হওয়া উচিত।

১৯.২ দক্ষতা উন্নয়নের একটি মজবুত ভিত্তি গঠনের জন্য সরকার এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নতুন তহবিল কাঠামো প্রবর্তন করবে, যা তিনটি মৌলিক স্তম্ভের ভিত্তিতে হবে ঃ

ক) বর্ধিত সরকারি তহবিল বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস;

খ) ফলাফল এবং কাজের গুণগত মানের জন্য উৎসাহিত করণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতার উৎকর্ষ সাধন;

গ) বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব জোরদারকরণ যাতে তারা দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা, অর্থায়ন এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক ভূমিকা রাখে।

১৯.৩ অর্থায়ন কাঠামো বর্তমান বরাদ্দের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে, অর্থায়ন উৎস বহুমুখী করবে এবং ব্যক্তি এবং বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে।

১৯.৪ অর্থায়ন ব্যবস্থা বহুমুখী করার নিমিত্তে সরকার তার সহযোগীদের সাথে একটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (ন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড) গঠন করার জন্য কাজ করবে যার লক্ষমাত্রা হলো প্রবাসী কর্মীদের দ্বারা বিদেশ হতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা এক ভাগের সমপরিমান অর্থ উক্ত তহবিলে সরকারের অনুদান থাকবে।

১৯.৫ নিয়োগকারী এবং কর্মী প্রতিনিধিদের সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে লেভী এবং ট্যাক্স ইনসেনটিভ এর ব্যবহারসহ নিয়োগকারীকে প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অন্বেষণ করবে। এই ইনসেনটিভ ইন্ডাষ্ট্রিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ গ্রহনের জন্য উৎসাহিত করার অগ্রাধিকার হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

১৯.৬ প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী উভয়ের জন্য যাতে ক্ষুদ্র-ঋণসহ আরও অতিরিক্ত অর্থায়ন উৎস বেছে নেয়ার উপায় সহজ লভ্য হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে, যাতে করে দক্ষতা প্রশিক্ষণের পরিধি এবং পরিমান উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

১৯.৭ দক্ষতা উনন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অংশ মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) অংশ হিসেবে এবং জিওবি বাজেট যাতে এতদঞ্চলের অনান্য দেশের সাথে তুলনাযোগ্য হয় সে অনুপাতে বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি বাজেট পর্যালোচনা করা হবে।

১৯.৮ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বজনীন জবাবদিহিতা (পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি) বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যসম্পাদন বা কৃতিত্ব ও ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে।

১৯.৯ কার্যসম্পাদন বা কৃতিত্ব ভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা (পারফরম্যান্স বেইজ্ড ফান্ডিং সিস্টেম) স্বচ্ছ কার্যসম্পাদন বা কৃতিত্ব লক্ষ্যমাত্রা প্রবর্তন করবে যা প্রশিক্ষণের ফলাফলের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেমন- গ্রাজুয়েট সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান ফলাফল প্রশিক্ষণের বর্তমান যোগান পদ্ধতি যেমন- শিক্ষার্থী সংখ্যা (এনরোলমেন্ট) এবং কর্মচারীদের বেতনের ভিত্তিতে নয়। ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি মডেলের এই স্থানান্তর, এমপিও সহায়তাপ্রাপ্ত দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করবে, যাতে যে সকল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এমপিও তহবিল গ্রহন করে তাদেরকে কর্মসম্পাদন ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করা হবে এবং শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে নয়।

১৯.১০ কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা উচিৎ এবং বাজেট স্বল্প মেয়াদি, স্বচ্ছ কৌশলগত পরিকল্পনা হতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তার পূর্বাভাষ প্রদান করার জন্য বর্তমানে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং কর্তৃত্ব সীমিত। আংশিকভাবে, এ কারণে, প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আর্থিক ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা সীমিত। ফলশ্রুতিতে, অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্বশাসন এবং স্বচ্ছতর কৌশলগত নির্দেশনার সাথে ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহের ক্ষমতা জোরদার করবে।

১৯.১১ ২০০৯ সালে সরকারের বাজেটে একটি একীভূত বাজেটারি কাঠামোর দিকে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয় যা পূর্বের পৃথক উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট একীভূত করার দিকে অগ্রসরণে সরকারের সদিচ্ছার ইঙ্গিত প্রদান করেছে। পক্ষান্তরে, এটি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক চাহিদা অনুধাবন করার

জন্য একটি পরিষ্কার ধারণা দেবে, বাজেট সংক্রান্ত একটি নতুন নীতিমালা প্রণীত হবে যা সকল সরকারি সংস্থাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলীর জন্য অধিকতর সঠিকভাবে ব্যয় নির্ধারণ এবং বাজেট প্রনয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১৯.১২ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অধিকতর কার্যকরভাবে অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে, সরকারি অ্যাকাউন্টিং ও বাজেটিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করা হবে যাতে করে ভবিষ্যতে জিওবি বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাজেটের সংস্থান রাখতে পারে।

১৯.১৩ সম্পদের বৃহত্তর ও বহুমুখী দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহারের যে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ধিত এবং উৎকৃষ্টতর সুযোগ করে দিতে পারে, যেহেতু সরকার এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০. বাস্তবায়ন

২০.১ বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রধান প্রধান যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার অনেকগুলিই দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতির বর্তমান কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সীমিত আন্তঃ সংস্থা সমন্বয়, ইন্ডাস্ট্রি এবং শ্রম বাজারের দূর্বল সংযোগ, প্রধান সংস্থাসমূহের অপর্যাপ্ত সামর্থ্য, খন্ডিত নিয়ম-নীতি এবং কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স, বিশেষ করে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অবকাঠামো উন্নয়নের সীমিত পরিকল্পনা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য, দুটি প্রধান সংস্থাকে শক্তিশালী এবং পরিপূর্ণভাবে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

২০.২. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)

এনএসডিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপক্ষীয় আলোচনাস্থল যেখানে সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারে। আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় যুব সংস্থাসমূহ এবং প্রতিবন্ধী দলসহ সুশীল সমাজের অন্যান্য অংশসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য জন্য এনএসডিসি'র সদস্যতা পর্যালোচনা করা হবে, এটি নিশ্চিত করার জন্য যে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীগণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে অন্ত র্ভূক্ত হয়।

২০.৩. এনএসডিসি সর্বোচ্চ এবং শীর্ষ দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষদ যা টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণের সকল কর্মযজ্ঞের তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ করবে।

২০.৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল প্রকার পরিচালন প্রক্রিয়া, নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ধারা অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য এনএসডিসি দায়িত্ব প্রাপ্ত।

২০.৫. যখন প্রাথমিকভাবে কাউন্সিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, এর কার্যকারিতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধির নিমিত্তে এটিকে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন কাঠামো প্রদান করা যায় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য সরকার, ইন্ডাস্ট্রি এবং তাদের সামাজিক সহযোগীগণ এনএসডিসি'র পারফরম্যান্স মনিটরিং করবে।

২০.৬. বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগসমূহ এনএসডিসি সমন্বয় করবে। এনএসডিসি নিশ্চিত করবে যে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার হয়েছে, এবং সুবিন্যস্তকরণ বাস্তবায়ন করবে যাতে করে দক্ষতা প্রশিক্ষণের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ সরকারি সযোগ-সুবিধাসমূহ ব্যবহার করেতে পারে।

২০.৭. এনএসডিসি'র একটি কার্যনির্বাহী কমিটি (ইসিএনএসডিসি) থাকবে এবং একটি পর্যাপ্ত সম্পদশালী সচিবালয় থাকবে যা এনএসডিসি এবং ইসিএনএসডিসি পরিক্রিয়াসমূহকে (অপারেশন্স) সহযোগীতা প্রদান করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি এবং কর্ম পরিকল্পনা (ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান)।

২০.৮. বিকেন্দ্রীকরণকে সহযোগীতা করার জন্য, এতদঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়নের সমন্বয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এনএসডিসি বিশেষ কর্মকৌশল প্রবর্তন করবে। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে দক্ষতা উন্নয়ন পর্যালোচনা কমিটি যা প্রত্যেক বিভাগে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণের সমন্বয়ের উৎকর্ষ সাধন করা এবং এতদঞ্চলে পিপিপি'র জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করা, এই কমিটিগুলি এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য এনএসডিসি সচিবালয়কে সহযোগিতা করবে।

২০.৯. এই কমিটিগুলি দক্ষতা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারি এবং বেসরকারি উভয় স্টেকহোল্ডারকে সংশ্লিষ্ট করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সুশীল সমাাজের প্রতিনিধিগণ এবং জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব।

২০.১০. এই কমিটিগুলি সরকারি অবকাঠামোসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করবে এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্টন এবং কার্যকারিতার পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করবে। এটি সাক্ষ্য-প্রমান ভিত্তিক পরিকল্পনার দিকে অগ্রসরণকে সহযোগিতা করবে যাতে করে নতুন প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র জনসংখ্যাতাত্বিক এবং ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার অভিক্ষেপণ যথাযথভাবে মূল্যায়ন হওয়ার পর।

২০.১১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি)

সরকারের পুনর্গঠন কর্মসূচিকে সহযোগীতা করার জন্য বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় বিটিইবিকে শক্তিশালী ভূমিকা প্রদান করা হবে।

২০.১২. কারিগরি শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তিসহ সকল প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য জাতীয় মান নিশ্চিতকরণ (কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স) এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত দায়িত্ব গ্রহণ করার নিমিত্তে বিটিইবি'র ভূমিকা সম্প্রসারণ করা হবে।

২০.১৩. বিটিইবি'র কাঠামো এবং জনবলের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, এর পর্যাপ্ত রিসোর্স এবং বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে। বিটিইবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (স্টাফ) জন্য একটি সামর্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম) প্রবর্তন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে বিটিইবি তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তিভিত্তিক নৈমিত্তিক লোকবল নিয়োগ দিতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হতে পারে।

২০.১৪. পরবর্তী পর্যায়ে গণকর্মচারী নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করা হবে যাতে করে দ্বিতীয় বিবেচনায় অন্য কোন বিভাগ থেকে পদায়ন করার চেয়ে বরং সকল বিটিইবি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (স্টাফ) উক্ত সংস্থার পূর্ন সময়কালীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ পেতে পারে। বিটিইবি'র পরিক্রিয়া ক্ষেত্রেও নিম্নবর্ণিত পরিবর্তনসমূহ করা হবেঃ

ক) শিল্পকারখানা, পেশাজীবি সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয় থেকে আরও প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিটিইবিকে নতুন কাঠামো প্রদান করা হবে যাতে বিটিইবি'র পরিক্রিয়াজনিত স্বায়ত্বশাসন (অপারেশনাল অটোনোমি) শক্তিশালী হয়;

খ) বিটিইবি'র বোর্ডে আনুষ্ঠানিক এনএসডিসি প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়ন করা হবে এই দুটি সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ উন্নয়ন এবং এই দুই সংস্থার মধ্যে বিবেচ্য বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সমঝোতার বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য;

গ) বিটিইবি তার মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি (কোয়ালিটি অ্যাস্যুর‍্যান্স সিস্টেম) পর্যালোচনা ও শক্তিশালী করবে যাতে করে কোর্সসমূহের স্বীকৃতি (অ্যাক্রিডিটেশন) এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাগুলির নিবন্ধন পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের মানকে উচ্চস্তরে তোলে;

ঘ) বিটিইবি, ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলগুলির সাথে কাজ করবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যে, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের নিবন্ধন এবং মূল্যায়ণ বৈধতাকরণসহ প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং মূল্যায়নের মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা থাকবে;

ঙ) সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির জন্য তাঁদের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন করার জন্য বিটিইবি একটি আঞ্চলিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করবে;

চ) বিটিইবি জনশক্তি ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং একই ধরণের অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয় সমূহকে অন্তর্ভূক্ত করবে যারা নতূন দক্ষতা মান এবং শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা এবং প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট;

ছ) দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে স্বল্প-প্রতিনিধিত্বকারী এবং সুবিধা-বঞ্চিত দল সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ পরিবীক্ষণ এবং মনোযোগ দেয়ার জন্য বিটিইবি একটি ইকুইটি অ্যাডভাইজরি কমিটি প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগিতা প্রদান করবে;

জ) বিটিইবি'র কারিকুলাম, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা অনুবিভাগকে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী করতে হবে যাতে করে বিটিইবি দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মধ্যে এর জাতীয় কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়।

২০.১৫. এসব পরিবর্তনসমূহ অর্জন এবং এই জাতীয় নীতির জন্য অন্যান্য আবশ্যিকসমূহের সংস্থান করার নিমিত্তে ১৯৬৭ সালের টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যাক্ট এবং ১৯৭৫ সালের টেকনিক্যাল এডুকেশন রেগুলেশন সংশোধন করা হবে।

২০.১৬. এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনাঃ

এনএসডিসি একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যা বিস্তারিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও স্টেকহোল্ডার এবং তাদের কাজ চিহ্নিত করবে যার জন্য তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই কর্মপরিকল্পনা কর্মসংশিষ্ট হবে এবং পাঁচ বছর সময়কালে এই জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের জন্য সময় ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মদক্ষতার পরিমাপক নির্ধারণ করা হবে।

২০.১৭ দক্ষতা উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করার জন্য এনএসডিসি একটি শীর্ষ সরকারি সংস্থা হবে। এই কাজে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য, এনএসডিসি সচিবালয় পর্যাপ্তভাবে সম্পদ সমৃদ্ধ হবে এবং এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনার (অ্যাকশন প্লান) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার প্রাথমিক ভুমিকা প্রদান করা হবে। প্রধান প্রধান কাজসমূহ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের একটি সারসংক্ষেপ টেবিল-৩ এ দেখানো হয়েছে:

প্রধান কাজসমূহ	দায়িত্ব	প্রধান প্রধান বাস্তবায়ন সহযোগী
১. এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনা	এনএসডিসি	ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি বিটিইবি
২. ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশনস	এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিইবি	ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি
৩. জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ)	এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিইবি	সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
৪. দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি	এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিইবি	ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
৫. স্কিলস ডাটা সিস্টেম	এনএসডিসি	ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি বিএমইটি বিটিইবি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ
৬. জাতীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	এনএসডিসি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
৭. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন	এনএসডিসি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
৮.শিক্ষানবিশি(অ্যাপ্রেনটিসশীপ)	এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী বিএমইটি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
৯. হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড	এনএসডিসি	অর্থ মন্ত্রণালয় ইন্ডাস্ট্রি
১০. প্রবাসী কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন	এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী বিএমইটি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
১১. আরপিএল সিস্টেম	এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিইবি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি
১২. ভোকেশনাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার গাইড্যান্স	এনএসডিসি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি
১৩. সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ	জাতীয় প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এনটিসি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি)
১৪. সাম্যতা	এনএসডিসি বিটিইবি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (লাইন মিনিস্ট্রি) ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি

		বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীগণ এবং এনজিও ইন্ডাস্ট্রি

টেবিল ৩: বাস্তবায়ন সারসংক্ষেপ

২০.১৮ এনএসডিসি সচিবালয় নিশ্চিত করবে যে বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান প্রধান পলিসি ডকুমেন্টস, গাইড লাইন্স এবং রেগুলেশন্স কেন্দ্রীয়ভাবে হার্ড কপি এবং অনলাইনে প্রবেশাধিকার যোগ্য হবে।

২০.১৯ **সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ:**
বেসামরিক ও শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান জাতীয় প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এনটিসি) সরকারি খাতের প্রশিক্ষণের শীর্ষ পর্ষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে।

২০.২০ এই জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভূক্ত ব্যবস্থা (সিষ্টেম), মান (ষ্ট্যান্ডার্ডস) ও নির্দেশনা (ডিরেক্টিভস) সরকারি খাতের প্রশিক্ষণের জন্যও প্রযোজ্য হবে, সত্যিকার অর্থে একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য।

২১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন)

২১.১ যেহেতু দক্ষতা উন্নয়ন একটি গতিশীল এবং উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিযোগীতামূলক নীতিক্ষেত্র (পলিসি ডোমেইন), সেহেতু এর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য এই জাতীয় নীতি পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা ও যথাযথভাবে সংশোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে উত্থানশীল গতিধারার (ইমার্জিং ট্রেন্ড) বিষয় বিবেচনায় নেয়ার জন্য প্রতি ৫ (পাঁচ) বছরে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা করা হবে।

২১.২ একইভাবে, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতির অবিরাম উৎকর্ষ সাধনের জন্য অগ্রগতির গতিবিধি ও বিকাশ অনুসরণ করা এবং ভিত্তি যোগান দেয়ার জন্য এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (অ্যাকশন প্ল্যান) নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

২১.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি এবং এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (অ্যাকশন প্ল্যান) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য এনএসডিসি সচিবালয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। একটি বিস্তারিত লগফ্রেম প্রণীত হবে যাতে মনিটরিং ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি সম্মত কর্মকাঠামো থাকে, যে প্রতিবেদনে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহজে দেখা যায়।

২১.৪ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থানার উৎকর্ষ সাধনের জন্য, নীতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমান ও প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সরকার এবং সামাজিক সহযোগীগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২১.৫ বৃহত্তর মানব উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এমন প্রাসঙ্গিক নীতির আলোকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রতিক্রিয়া (ইমপ্যাক্ট) মূল্যায়ন করা হবে, যেমন শোভন কর্ম (ডিসেন্ট ওয়ার্ক) সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন।

২২. সেক্টরের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি (ফিউচার গ্রোথ অব দ্য সেক্টর)

২২.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের অধিকতর ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে। সরকার ইতিমধ্যেই দারিদ্র বিমোচন কর্মকৌশল পত্র-২ কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব গ্রহন করেছে যে:

ক) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা, মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার ২০% হবে (যা বর্তমানে ৩%);

খ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভূক্তি (এনরোলমেন্ট) ৫০% এ বৃদ্ধি করা হবে; এবং সেটি

গ) মহিলা শিক্ষার্থী অন্তর্ভূক্তির (এনরোলমেন্ট) ক্ষেত্রে ৬০% এ বৃদ্ধি করা হবে।

২২.২ যেহেতু পিআরএসপির এই সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে, সেগুলিকে এনএসডিসির কর্ম-পরিকল্পনায় মূল কর্মদক্ষতা নির্দেশক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যখন পিআরএসপি নতুন জাতীয় পরিকল্পনা কর্ম কাঠামো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, সরকার নিশ্চিত করবে যে দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ্য নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমন্বিত এবং পৃথকভাবে বিবৃত, যেন দক্ষতা উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রবর্তী পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২২.৩ এইভাবে, সরকার তার দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, খাপ-খাওয়ানো এবং সাদৃশ্যধিান করার জন্য অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শাখাসমূহে যুবসম্প্রদায় এবং বয়স্ক উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিটেনসি প্রদান করার নিমিত্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই সকল পূনর্গঠন সামাজিক বাজারজাতকরণ প্রচারাভিযানের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হবে, যা আরও বিস্তৃতভাবে দক্ষতা উন্নয়নকে ইন্ডাস্ট্রি ও সমাজে বসবাসকারি জনগোষ্ঠীকে বিদ্যমান অবস্থান হতে অন্য অবস্থানে আনয়ন এবং বৃহত্তরভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রেরনা যোগাবে।

২২.৪ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থাপনার প্রতি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি (অ্যাপ্রোচ) সরকার এবং সামাজিক সহযোগীদের একটি দক্ষতা উন্নয়ন বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রবর্তন করতে সমর্থন করবে যা সুস্পষ্টভাবে এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনাকে সরকারের বাজেট বরাদ্দের সাথে যুক্ত করবে।

২২.৫ এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিদ্যমান সকল অবকাঠামোকে বিবেচনায় নেবে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে সম্পদের বরাদ্দ প্রদান করবে, মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সম্প্রসারণ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে নয়। এইভাবে, বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহের জন্য এমপিও তহবিলের বরাদ্দ পর্যালোচনা করা হবে, যাতে এসএসসি (ভোক), এইচএসসি (ভোক) এবং স্কুলসমূহ অন্যান্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহকে আরও ভালভাবে সমন্বয় এবং অধিক চাহিদাপ্রবন ক্ষেত্রসমূহে প্রদান করা যেতে পারে।

২২.৬ পেশার ধরণ বদলে যাচ্ছে এবং নতুন চাকুরী, নতুন চাকুরীর পদ এবং নতুন নমনীয় কাজের ব্যবস্থাসমূহ উত্থিত হচ্ছে, যেহেতু কর্মসংস্থানের চাহিদা উচ্চতর দক্ষতা শ্রেণীর অভিমুখে দিক পরিবর্তন করছে। সুতরাং, বাংলাদেশের জন্য দক্ষতা সিঁড়িতে উঠা এবং উচ্চ দক্ষতা সেবা প্রদান এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্প-কারখানার উৎপাদন এই উভয় ক্ষেত্রে নতুন ধরনের কাজ এবং কাজ সংগঠিতকরণের চাহিদা মিটাতে বিপুল সংখ্যক উচ্চতর এবং অধিকতর নমনীয় দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলা বাংলাদেশের জন্য অত্যাবশ্যক।

২২.৭ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং শিল্পকারখানার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ যাতে ওয়াকিবহাল থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য, সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতি উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার জন্য অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দের দয়িত্ব গ্রহণ করবে।

২২.৮ দক্ষতা উন্নয়নে কৃতিত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ মানের কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য ভাল কর্মসম্পাদনকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা হবে, যারা মূল শিল্পকারখানা খাতে বিশেষায়িত হবে। বর্তমানে প্রচলিত এবং উত্থানশীল প্রযুক্তিতে উচ্চ গুণগতমনের কর্মসূচি পচিালনার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং স্টাফ দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সম্পদশালী এবং সজ্জিত করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিকটবর্তী কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে গঠিত নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হবে এবং তাদের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেবা প্রদান করবে।

২২.৯ এই নীতিমালায় বর্ণিত পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধিকে এদেশে আগামী বছরগুলির জন্য দক্ষতা উন্নয়নের এটি চলমান অভিসম্বন্ধ হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অবশ্যই অধিকতর শক্তিশালী করা হবে ।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির উপর আয়োজিত পরামর্শসভাসমূহে অংশগ্রহনকারীবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	সংস্থা
১.	জনাব ইলিয়াস আহমেদ	সচিব	প্রবাশী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিনিয়োগ বোর্ড
৩.	জনাব এবিএম খোরসেদ আলম	অতিরিক্ত সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আফতাব উদ্দিন আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক	ইউসেপ
৫.	জনাব আফজালুর রহমান বাবু	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	লান্ডমার্ক ফুটওয়্যার ও চেয়ারম্যান লেদার অ্যান্ড লেদার গুডস্ ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি
৬.	মিস পারভিন বানু	উপসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৭.	ডঃ আবদুল্লাহেল বারী	চেয়ারম্যান	আনন্দ গ্রুপ, আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েস লিঃ
৮.	জনাব শফিকুর রহমান ভূইয়া	প্রেসিডেন্ট	বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন ও চেয়ারম্যান ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি (এগ্রো-ফুড)
৯.	জনাব খোরশেদ আলম চৌধূরী	মহাপরিচালক	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১০.	জনাব এম এ সাত্তার দুলাল	প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান সমিতি
১১.	জনাব বিজয় কুমার ঘোষ	গবেষণা কর্মকর্তা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১২.	জনাব আব্দুল কাদের হাওলাদার	সদস্য সচিব	ন্যাশনাল কোর্ডিনেশন কফির ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই)
১৩.	ড. শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (শিক্ষা)	ব্রাক
১৪.	কাজী নজরুল ইসলাম	সাধারন সম্পাদক	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
১৫.	জনাব মো:আতাহারুল ইসলাম	সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৬.	জনাব মিখাইল আই ইসলাম	সদস্য	নির্বাহী কমিটি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল
১৭.	প্রফেসর তাজুল ইলাম	সদস্য	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
১৮.	মিসেস লায়লা কবির	সদস্য	নির্বাহী কমিটি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল
১৯.	প্রফেসর মো: আবুল কাশেম	চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
২০.	জনাব জি এ খান	মহাসচিব	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (বাছি)
২১.	জনাব সালাউদ্দিন কাশেম খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এ কে খান কোম্পানী লিমিটেড ও কো-চেয়ারপারসন, নির্বাহী কমিটি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল
২২.	জনাব হাবিবউল্লাহ মজুমদার	সচিব ও সদস্য	পরিকল্পনা কমিশন (কর্মসূচি বিভাগ)
২৩.	জনাব ফাহিম মজুমদার	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	বিডি জবস্, চেয়ারম্যান, আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি, নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বাসিস)
২৪.	জনাব মো:মুছা মিয়া	সভাপতি	বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী কারক সমিতি
২৫.	প্রফেসর মো:আহমেদউল্লাহ মিঞা	ডিন, বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ	অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনির্ভাসিটি, ইউএসএ
২৬.	জনাব আশরাফুল মকবুল	সচিব	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
২৭.	জনাব মো: গোলাম মোস্তফা	সভাপতি	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)
২৮.	জনাব এহসানুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক	ঢাকা আহসানিয়া মিশন
২৯.	জনাব গাজী এম এ সালাম	আহবায়ক	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি)
৩০.	প্রফেসর ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর	মহাপরিচালক	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৩১.	বেগম সামসুন্নাহার	যুগ্ম সচিব	প্রবাশী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩২.	জনাব মো: দবিরুল ইসলাম	উপসচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
৩৩.	জনাব মো: হজরত আলী	মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৩৪.	জনাব মো: শহিদুল হাসান	কর্মসূচি প্রধান	ব্রাক
৩৫.	জনাব মো: আহসানুল জব্বার	উপসচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৬.	সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
৩৭.	জনাব এস হুমায়ুন কবীর	পরিচালক	বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী কারক সমিতি
৩৮.	জনাব শামীম আহমেদ	জয়েন্ট সেক্রেটারী	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল

			রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)
৩৯.	জনাব আমীর হোসেন	সমন্বয়ক (দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ)	ঢাকা আহসানিয়া মিশন
৪০.	জনাব মো: নুরুল ইসলাম	উপসচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪১.	জনাব ফারুক আহমেদ	মহাসচিব	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
৪২.	জনাব মো: শরিফুল ইসলাম	অর্থ সম্পাদক	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৪৩.	জনাব প্রদীপ কান্তি বিশ্বাস	সহ-সভাপতি	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৪৪.	জনাব সাকিব কোরেশী	সচিব	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
৪৫.	ড. এম রহমান	পরিচালক	আই এস আইটি ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি)
৪৬.	জনাব কে এম মোজাম্মেল হক	যুগ্ম সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪৭.	শামীমা আহমেদ	উপসচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪৮.	জনাব মো: আব্দুল হাকিম	উপসচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
৪৯.	আফরোজা খান	উপসচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫০.	জনাব মো: এমদাদুল হক	যুগ্ম সচিব	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৫১.	জনাব মাসুদ আহমেদ	মহাপরিচালক	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৫২.	জনাব নির্মলেন্দু সরকার	চেয়ারম্যান (ষ্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ সেল)	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৫৩.	জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া	সিনিয়র সহকারী সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫৪.	জনাব মো গোলাম মোস্তফা	সদস্য	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অ্যান্ড কমার্স
৫৫.	এ জে সেলিনা আজিজ	প্রধান (ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড পাওয়ার ডিভিশন)	পরিকল্পনা কমিশন
৫৬.	জনাব মো: কবীর হোসেন	অন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৫৭.	জনাব মো:রাইসুল আলম মন্ডল	উপ-সচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
৫৮.	জনাব আবু রেজা খান	নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)	বিনিয়োগ বোর্ড
৫৯.	জনাব মো: ফয়সল কবীর	উপসচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬০.	সেলিনা আক্তার বানু	উপসচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়
৬১.	জনাব উৎপল কিশোর দাস	প্রতিনিধি	সহকারী অধ্যাপক, আই এস আইটি ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি)
৬২.	জনাব মো: জাহাঙ্গীর কবীর	উপ-সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬৩.	ড. এ এন মাকসুদা	উপ-সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬৪.	উম্মে সায়রা	গবেষণা কর্মকর্তা	বি জি এম ই এ
বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত আঞ্চলিক পরামর্শসভাসমূহে অংশগ্রহনকারীবৃন্দের তালিকা			
চট্টগ্রাম বিভাগ			
৬৫.	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	পরিচালক (ভোকেশনাল)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৬৬.	জনাব মো:আব্দুল মালেক	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৬৭.	জনাব মো:আব্দুল খালেক মিঞা	অধ্যক্ষ	টিটিসি, চট্টগ্রাম
৬৮.	জনাব একেএম শদিুল ইসলাম চৌধূরী	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, রাঙ্গামাটি
৬৯.	জনাব মাহাতাব উদ্দিন পাটোয়ারী	অধ্যক্ষ	টিটিসি, বান্দরবন
৭০.	শাহীন ওয়াজ সরকার	প্রোগ্রাম অফিসার	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম
৭১.	জনাব মো:মোস্তাক আহমেদ	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফেনী
৭২.	জনাব কাজল তালুকদার	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি
৭৩.	জনাব হাসানুজ্জামান চৌধূরী	উপ-পরিচালক	বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৭৪.	জনাব মো:শাহ আলম	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট
৭৫.	জনাব মো:ইসমাইল মোল্লা	চীফ ইনস্ট্রাক্টর	টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
৭৬.	জনাব মো:আব্দুল বাকী	অধ্যক্ষ	ন্যাশনাল পলিটেকনিক কলেজ, চট্টগ্রাম
৭৭.	জনাব শাহ মো:জিয়উদ্দিন চৌধূরী	অধ্যক্ষ	শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম
৭৮.	মিসেস জুলিয়া চৌধুরী	উপ সহকারী পরিচালক	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, চট্টগ্রাম
৭৯.	জনাব সৌরভ বড়ুয়া	প্রধান নির্বাহী	সংশপ্তক, চট্টগ্রাম
৮০.	জনাব কনকেশ ভট্টাচার্য ক্বশল	প্রধান নির্বাহী	সেটিএবি, সিডিএ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম
৮১.	জনাব আলমগীর ভূইয়া	বিভাগীয় সমন্বয়ক	ইউনিসেপ, কুমিল্লা
৮২.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম (মান্না)	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি), চট্টগ্রাম

সিলেট বিভাগ			
৮৩.	সৈয়দ নুরুন্নবী	সহকারী পরিচালক	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৮৪.	শুশান্ত কুমার বসু	অধ্যক্ষ	সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৮৫.	ইঞ্জিনীয়ার প্রদীপ্ত খীসা	অধ্যক্ষ	হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৮৬.	কাজী মেজবাউল ইসলাম	অধ্যক্ষ	সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৮৭.	জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ খান	চীফ ইনস্ট্রাক্টর	টিটিসি, কুমিল্লা
৮৮.	জনাব মো:গোলাম কবীর	অধ্যক্ষ	টিটিসি, সিলেট
৮৯.	জনাব মোরশেদ উদ্দিন আহমেদ	সমন্বয়ক	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৯০.	জনাব মো: মশিউর রহমান খন্দকার	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ
৯১.	জনাব রফিকুল ইসলাম মিজি	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট
৯২.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম ভূইয়া	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেট
৯৩.	জনাব মো: আবু হানিফ তালুকদার	প্রোগ্রাম অফিসার	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেট
৯৪.	জনাব মো: আব্দুল হাকিম	প্রজেক্ট অফিসার	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেট
৯৫.	জনাব মো: অব্দুল্লা ইব্রাহিম	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট
৯৬.	জনাব মো: আনোয়ার হোসেন	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট
৯৭.	জনাব মো: জালাল উদ্দিন	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার
৯৮.	জনাব মো: সাব্বির আহমেদ	লেকচারার	রয়েল এমসি একাডেমী, সিলেট
৯৯.	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	অধ্যক্ষ	এবাদুর রহমান চৌধুরী টেকনিক্যাল অ্যান্ড জিনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, বরলেখা, মৌলভীবাজার
১০০.	জনাব মো: জাহিদ হোসেন	পরিচালক	লাইভলিহুড প্রমোশন প্রোগ্রাম, সিলেট
১০১.	সুমিতা বেগম মীরা	নির্বাহী পরিচালক	রিলায়েন্ট উইমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শিবগঞ্জ, সিলেট
১০২.	জনাব মো: নজমুল হক	নির্বাহী পরিচালক	ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিলেট
১০৩.	জনাব মো: লেইস উদ্দিন	পরিচালক	সিলেট চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১০৪.	জনাব মো: মোসলেহ উদ্দিন চৌধূরী	উপপরিচালক	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, সিলেট
১০৫.	ড. আনোয়ার খাতুন	প্রতিনিধি	উইমেন বিজনেস ফোরাম, সিলেট
১০৬.	জনাব মো: জিয়াউল হক	পরিচালক	সিলেট চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১০৭.	প্রফেসর ড. ইঞ্জি. মো: ইকবাল	প্রফেসর	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
১০৮.	জনাব এবিএম তারিকুল ইসলাম	বিভাগীয় সমন্বয়ক	ইউনিসেফ, সিলেট
১০৯.	জনাব শেখ ইকবাল হোসেন	সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার	দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট
১১০.	জনাব নাজাত নাগিব চৌধূরী	সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার	দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট
ঢাকা **বিভাগ**			
১১১.	জনাব মো: আব্দুল লতিফ	উপ-সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
১১২.	জনাব হুসনুল মাহমুদ খান	পরিচালক (পিআইডব্লিউ)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১১৩.	জনাব মোহাম্মদ আলী	অধ্যক্ষ	ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১১৪.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম	অধ্যক্ষ	ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১১৫.	কাজী মো:আলমগীর হোসেন	অধ্যক্ষ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়নগঞ্জ
১১৬.	জনাব মো: সাজ্জাদ হোসেন	অধ্যক্ষ	বাংলা-জার্মান টিটিসি, মিরপুর, ঢাকা
১১৭.	কাজী বরকতুল ইসলাম	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, ফরিদপুর
১১৮.	জনাব খান মাহাবুজ্জামান	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
১১৯.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	সহকারী পরিচালক	সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, সাভার, ঢাকা
১২০.	জনাব একে আজাদ	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
১২১.	জনাব মো: আব্দুল হামিদ	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা
১২২.	জনাব মো: আনোয়ারুল হক	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২৩.	জনাব মো: দেওয়ান হোসেন আহমেদ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২৪.	জনাব মো: ইউনুস আলী প্রামানিক	উপ-প্রকল্প পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২৫.	জনাব মো:আনোয়ার হোসেন	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
১২৬.	জনাব মো:মোয়াজ্জেম হোসেন	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
১২৭.	কাজী আবু মো:ইকবাল	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, শ্রীপুর, গাজীপুর
১২৮.	বিপুল কান্তি ঘোষ	প্রতিনিধি	হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি,

			টাঙ্গাইল
১২৯.	উৎপল কিশোর দাস	সহকারী অধ্যাপক	আই এস আই টি, পান্থপথ, ঢাকা
১৩০.	মিসেস সাকেবা খাতুন	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার	ক্যাম্পেইনিং ফর পপুলার এডুকেশন (ক্যামপে)
১৩১.	মিসেস লাইলা বাকী	প্রতিনিধি	ইউরোপীয়ান কমিশন
১৩২.	মিসেস মাহফুজা রহমান	প্রোগ্রাম অফিসার	ইউনেশকো
১৩৩.	জনাব লুৎফুল কবীর	প্রতিনিধি	জিটিজেড, ঢাকা
১৩৪.	জনাব সৈয়দ আজিম	কনসালটেন্ট	জিটিজেড, ঢাকা
১৩৫.	মিস ক্রিস্টিন ডি অগোস্টিনি	এডুকেশন ম্যানেজার	ইউনিসেফ, ঢাকা
১৩৬.	জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া	এডুকেশন অফিসার	ইউনিসেফ, ঢাকা
১৩৭.	মিসেস জোহরা খাতুন	এডুকেশন এ্যাডভাইজার	সিডা, ঢাকা
১৩৮.	জনাব আলী মো:শহিদুজ্জামান	এডুকেশন এ্যাডভাইজার	সিডা, ঢাকা
১৩৯.	জনাব আব্দুল মোহাইমেন চৌধুরী	গবেষণা সহযোগী	বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪০.	জনাব সাকিব কোরেশী	সচিব	বি বি এফ
বরিশাল **বিভাগ**			
১৪১.	জনাব হাবিবুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪২.	জনাব মো: দিদারুল আলম	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৪৩.	জনাব মো: বেল্লাল হেসেন	চীফ ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল)	পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৪৪.	জনাব মো: সুফিয়ার রহমান	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	পটুয়াখালী টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৪৫.	জনাব মো: এসকনদার আলী খান	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, বরিশাল
১৪৬.	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, পটুয়াখালী
১৪৭.	জনাব মোর্সেদ আলী খান	সহকারী পরিচালক	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, বরিশাল
১৪৮.	সুলতানা বেগম	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	মহিলা বিষয়ক দপ্তর, ঝালকাঠি
১৪৯.	দৌলতানা নাজমা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	মহিলা বিষয়ক দপ্তর, মুলাদি, বরিশাল
১৫০.	জনাব মো: আল আমিন	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝালকাঠি
১৫১.	দিনা খান	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল
১৫২.	জনাব মো: মোশারফ হোসেন	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বরিশাল
১৫৩.	সুবিমল চন্দ্র হালদার	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বরিশাল
১৫৪.	জনাব মো: আশরাফ আলী খান	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল
১৫৫.	জনাব মো: শাহ আলম	উপ পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর
১৫৬.	জনাব মো: হেমায়েত উদ্দিন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল
১৫৭.	জনাব এমএ ওহায়িদ চৌধূরী	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী
১৫৮.	জনাব জি এ মান্নান	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, বরগুনা
১৫৯.	জনাব মো: আব্দুল খালেক	অধ্যক্ষ	ইনফ্রা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল
১৬০.	জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম	টীম লিডার	স্পীড ট্রাষ্ট, বরিশাল
১৬১.	জনাব মো: অকতার হোসেন	নির্বাহী পরিচালক	এ ভি এ এস, বরিশাল
১৬২.	জনাব মো: ফয়সল রহমান জসিম	নির্বাহী পরিচালক	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা, ঝালকাঠি
১৬৩.	নিগার সুলতানা হনুফা	সদস্য সচিব	মহিলা উদ্যোক্তা মঞ্চ, বরিশাল
১৬৪.	ড. হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ	জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বরিশাল
১৬৫.	জনাব মো: আমিনুর রহমান ঝন্দা	সচিব	বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন, বরিশাল
১৬৬.	জনাব এএইচ তৌফিক আহমেদ		ইউনিসেফ
রাজশাহী বিভাগ			
১৬৭.	জনাব নুমেরী জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬৮.	জনাব মো: আব্দুল গফুর	পরিচালক (পিআইইউ)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১৬৯.	জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৭০.	জনাব এস এম এম আরেফ রব্বানী	অধ্যক্ষের প্রতিনিধি	রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৭১.	জনাব মো: কফিল উদ্দিন আহমেদ	অধ্যক্ষ	চাপাইনবাবগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৭২.	জনাব মো: মোজাহার হোসেন	অধ্যক্ষ	টিটিসি, রাজশাহী
১৭৩.	জনাব মো: আলী মর্তুজা	সহকারী পরিচালক	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১৭৪.	জনাব মো: আব্দুস সাত্তার	অধ্যক্ষ	টিটিসি, বগুড়া
১৭৫.	হাসিনা বেগম	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, রাজশাহী
১৭৬.	মমতাজ মহল	জেলা মহিলা বিষয়ক	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, জয়পুরহাট

		কর্মকর্তা	
১৭৭.	জনাব মো: শফিকুল ইসলাম	উপ-সমন্বয়ক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নওগাঁ
১৭৮.	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৭৯.	মাকসুদা পারভীন	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৮০.	জনাব মো: গোলাম মোস্তফা	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বরিশাল
১৮১.	জনাব এস এম আনোয়ারুল আজিম	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৮২.	ব্রজহরি দাস	উপ পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৮৩.	জনাব আব্দুল হান্নান	উপ জেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া
১৮৪.	জনাব আব্দুল হাকিম	পরিচালক	বিনিয়োগ বোর্ড, রাজশাহী
১৮৫.	জনাব মো: খাজা নিজাম উদ্দিন	আঞ্চলিক পরিচালক	ঋাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, রাজশাহী
১৮৬.	জনাব আবু বাক্কের আলী	প্রেসিডেন্ট	রাজশাহী চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৮৭.	জনাব কবিরুর রহমান খান	পরিচালক	রাজশাহী চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৮৮.	রোস্তে নাজনীন	ভাইস-প্রেসিডেন্ট	নাসিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী
১৮৯.	জনাব সদরুল আমীন	সাধারন সম্পাদক	ইট ভাটা মালিক সমিতি, রাজশাহী
১৯০.	জনাব মোস্তাক আহমেদ	সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার	দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
খুলনা বিভাগ			
১৯১.	ড. খান রেজাউল করিম	পরিচালক (প্রশাসন)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১৯২.	জনাব মো: শাহ্ জাহান	অধ্যক্ষ	খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৯৩.	জনাব মো: সোরহাব হোসেন	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৯৪.	জনাব মো: মাহবুবুর রহমান	অধ্যক্ষ	বাগেরহাট টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৯৫.	জনাব মেহেদী হাসান	অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, খুলনা
১৯৬.	জনাব মো: লুৎফর রহমান	অধ্যক্ষ	টিটিসি, যশোর
১৯৭.	কৃষ্ণ পদ বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক	অ্যাপ্রেনটিস ট্রেনিং অফিস, খুলনা
১৯৮.	নার্গিস ফাতেমা জামিন	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, খুলনা
১৯৯.	কাওসার পারভীন	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, যশোর
২০০.	ইউরিদা সাঈদ	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, ঝিনাইদহ
২০১.	জনাব মো: সেকান্দার আলী	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা
২০২.	হীরামন কুমার বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, খুলনা
২০৩.	জনাব মো: বজলুর রশিদ	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সাতক্ষীরা
২০৪.	জনাব আবু আফফান	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, যশোর
২০৫.	মৃনাল কান্তি দাস	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
২০৬.	জনাব গোলাম হোসেন	অধ্যক্ষ	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খুলনা
২০৭.	জনাব আহসানুল হাকিম	পিপিও	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
২০৮.	জনাব নিজাম উদ্দিন	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, খুলনা
২০৯.	জনাব লিয়াকত আলী সরদার	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর
২১০.	জনাব মো: আব্দূল রউফ	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া
২১১.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	অধ্যক্ষ	খানজাহান আলী কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, খুলনা
২১২.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	অধ্যক্ষ	খানজাহান আলী কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, খুলনা
২১৩.	জনাব মো: জিল্লুর রহমান	প্রফেসর	বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ, যশোর
২১৪.	জনাব এম এ কাইয়ুম	পরিচালক	ইনস্টিটিউট অব আর্টস, কমার্স অ্যান্ড সায়েন্স, খুলনা
২১৫.	মিস লিনা ফেরদৌসি	পরিচালক	জাগ্রত যুব সংঘ, খুলনা
২১৬.	মিস মমতাজ খাতুন	নির্বাহী পরিচালক	আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা
২১৭.	স্বপন গুহ	প্রধান নির্বাহী	রুপান্তর, খুলনা
২১৮.	জনাব ফারুক আহমেদ	প্রোগ্রাম অফিসার	ইউনিসেফ, যশোর